মেয়ে পার্লেমেণ্ট

বা

দ্বিতীয় ভাগ ভারত উদ্ধার।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেস হইতে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

মেয়ে পার্লেমেণ্ট

অথবা

দ্বিতীয় ভাগ ভারত উদ্ধার।

প্রথম খণ্ড।

অবতরণিকা।

সাবেক,—"সমত্ব, স্বাধীনত্ব, ভ্রাতৃত্ব।"

হাল—"সমত্ব, স্বাধীনত্ব, ভগ্নীত্ব॥"

জেনারল বিপিনকৃষ্ণ, কিরূপে ইংরেজদিগকে হটাইয়া ভারত উদ্ধার করেন, তাহা আমায় প্রিয় সুহৃৎ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নানা রসাধার ভারত-উদ্ধার কাব্যে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। জেনারলের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সন্ধি হয়, তাহারও আভাস উক্ত গ্রন্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেওয়া আছে, কিন্তু সমস্ত দেওয়া নাই। অতি আক্ষেপের বিষয়, সন্দেহ নাই।

আমি অনেক চেষ্টা করিয়া ও অনেক ঘুষ-ঘাস খাওয়াইয়া, সেক্রেটেরী-য়েট হইতে সরকারী কাগজপত্র বাহির করাইয়া দেখিয়াছি যে, সন্ধিটা লম্বাও বটে এবং সর্ত্তও অনেক। যাহা হউক, তাহা সমস্ত বর্ণন করিবার এখানে আবশুক নাই; যেহেতু কালে সকলই লোকের গোচরে আসিবে, এমন আশা আছে। উপস্থিত ব্যাপারে কেবল আমার যে টুকু আবশুক, আমি তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

উক্ত সর্ত্ত সকলের ভিতরে গভীর গবেষণা ও সমালোচনার দ্বারা দেখা যায় যে, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বচনাবর্ত্ত বলিয়া যে বৃহৎ অংশ আছে, তাহা

জেনারল বিপিনকৃষ্ণ কোনমতেই ইংরেজের হাতে একচেটিয়া রাখিতে সম্মত হয়েন নাই। ইংরেজও বুঝিয়াছিল যে, তাহা সম্পূর্ণ একচেটিয়া রাখা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং ঐ অংশের মায়া মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক, ইংরেজেরা উহা জেনারলকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সন্ধির সর্ত্ত এই যে, জেনারল উহা লইয়া যেরূপে ইচ্ছা, সেইরূপে ব্যবহার করিতে ও চালাইতে পারেন। কিন্তু জেনারল বিপিনকৃষ্ণ তেমন পাত্র নহেন। যে ইংরেজকে হারাইয়াছে, সে যে মার্কিন ওয়াসিংটনকেও লজ্জা দিবে, এ কোন্ ছার কথা?

ওয়াসিংটন, ইংরেজদিগকে দূর করিয়া দিয়া, স্বদেশে সাধারণতন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক, আপনার মিলেটারীকমিসন পরিত্যাগ করিয়া, জগতে আপন মহত্ত্ব দেখাইয়াছিল। জেনারল বিপিনকৃষ্ণ সেবকম ত করিলেনই; বাড়ার ভাগ, ভগ্নীতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। ওয়াসিংটন যে সাধারণতন্ত্র করে, তাহা পুরুষ জাতি লইয়া; স্ত্রী জাতির কথা তাহার একটি বারও মনে পড়ে নাই; বিশেষ মার্কিনের স্ত্রী জাতি কেবল আজি কালি একটু একটু বিখ্যাত হইতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু জেনারল বিপিনকৃষ্ণ যাহা করিলেন, তাহা বড়ই অদ্ভুত! তাহার তুলনা কখনও হয় নাই, হবে কিনা তাহাও বলিতে পারি না। তিনি যে সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন করিলেন, তাহা ভগ্নীগণকে লইয়া; ভ্রাতাগণের নাম গন্ধ ইহার ভিতরে নাই; সুতরাং সাধারণতন্ত্র নামের পরিবর্ত্তে নাম রাখিলেন, 'ভগ্নীতন্ত্র রাজ্য'। স্ত্রীজাতির যে উন্নতি মার্কিন হেন স্ত্রী লোকে এতকাল ধরিয়া করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাও তিনি একমুহূর্ত্তমাত্রে সাধন করিয়া ফেলিলেন। বল দেখি, পাঠক, জেনারল বিপিনকৃষ্ণের ইহাতে জিত কিনা এবং ওয়াসিংটন ইহাতে সত্য সত্য লজ্জা পায় কি না?

মার্কিন-সাধারণতন্ত্র, স্থাপিত হওয়ার পরেই নাছোড়বন্দা হইয়া ওয়াসিংটনকে প্রেসিডেণ্ট করিয়াছিল। সেইরূপ জেনারলেরও আশা ছিল যে, ভগ্নীরাজ্যে যদিও তাঁহার নিজের প্রেসিডেণ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি সকলে মিলিয়া তাঁহার পত্নীকে অবশ্যই প্রেসিডেণ্টপদে বরণ করিবে। কিন্তু হায়! অনেক আশায় অনেক ছাই! অকৃতজ্ঞ ভগ্নীরা তাহা করিল না এবং

তাঁহার পত্নীও তাহাতে সম্মত হইল না। সম্মত হইলেও বা এক রকম বেয়ে চেয়ে দেখা যাইত। যাহা হউক, এই ডবল মনের দুঃখে বিজ্ঞ জেনারল বিপিনকৃষ্ণ, ওয়াসিংটনের ন্যায়, শেষে পাড়াগাঁয়ে ঘরে গিয়া চাষবাস আরম্ভ করিলেন ও তাহাতেই মনের দুঃখ মাটি করিয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন।

আমার ইচ্ছা ছিল, জেনারলের নিজমুখে সারেওয়াব শুনিয়া, ভগ্নীতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের আমূল বিবরণটা পাঠকবর্গের সম্মুখে ডালি দিই; কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। জেনারল আজি কালি বড় ব্যস্ত, তাঁহার ফুরসনাত্রে নাই। বচনাবর্ত্তের উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে একটা ভয়ঙ্কর শত্রু দেখা দেওয়ায়, ভগ্নীরাজ্য যুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া আত্মরক্ষার্থ নানাবিধ যুদ্ধ-আয়োজন করিতেছেন। ভগ্নীরাজ্যের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা চিহ্নস্বরূপ, আমাদের জেনারল, বরাবরই কমিসারিয়েটের রসদ যোগানের ঠিকাদারী ভারটা পাইয়া থাকেন। এজন্য এবারও, কমিসরিয়েটের রসদ বাবদে ঠিকাদারী হিসাবে জেনারল, পাঁচ কাহন বেগুন, দুই কাহন কাচকলা, সাতবুড়ি পান, পাঁচ থান সিন্দুর, দুই সের আলতা, দুই গাঁইট জলতরঙ্গ ও নেওটাড়ুরে কাপড়, তিন পাত মিসি, দশ কৌটা তামাক পোড়া, এইসকল আঞ্জাম করিবার অর্ডার প্রাপ্ত হইয়া, জিনিসের জোগাড়ে হন্যা হইয়া বেড়াইতেছেন;—যেহেতু নানা ক্ষেত খামারে তল্লাশ ভিন্ন যোগাড় হওয়া সুকঠিন।

অতঃপর ভগ্নমনোরথে আর অধিক আড়ম্বর না করিয়া, ভগ্নীরাজ্যের পার্লেমেন্টের হাল-বৈঠকের যে সকল কার্য্যবিবরণ, যাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহারই যথাযথ রিপোর্ট পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। বলা বাহুল্য যে, সে সকল মহার্হরত্ন আলোচনা ও অনুধ্যান করিলে, পাঠকদের পক্ষে শিখিবার বিষয় অনেক আছে। বঙ্গীয় সমালোচক-সিংহগণ, যাহারা পৈতৃক 'সৌন্দর্য্য সৃষ্টি' ও 'চরিত্র গঠন' খুঁজিয়া ও বুঝাইয়া থাকেন, তাঁহারা এ সাদাসিদে রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলেই, আমার সমস্ত শ্রম সফল বোধ করিব।

প্রথম বৈঠক।

উন্মাদাম্বুদবর্দ্ধিতান্ধতামসপ্রভৃষ্টদিঙ্মণ্ডল ঘোর অন্ধকারময়ী জোনাকি-টিপ্‌টিপে রজনী; কিন্তু তা বলিয়া কাজ কাহারও আটকাইয়া থাকে না। অদ্য রাত্র ৮ টার সময় পার্লেমেণ্টের নূতন সেসন বসিবে। সকালে সকালে, আহারান্তে, ছুটোছুটি করিয়া, ব্লাকরড মহাশয়ের সঙ্গে আসিয়া পার্লমেণ্ট গৃহে পৌঁছিলাম এবং দর্শকের স্থানাধিকার করিয়া বসিলাম। আমার এ সুবিধা ও সৌভাগ্যের কারণ, অনেক গৃহপতির সুপারিশে একজন মেম্বরী অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি দর্শকের অনুমতিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

পার্লেমেণ্ট-হাউসটি অতি অপূর্ব্ব। ইহা অবশ্যই কোন রোডসেস্ ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক প্লানিত ও নির্ম্মিত, নতুবা এমন সুন্দর আর কোন রকমে কখনই হইতে পারিত না। দ্বিরদরদনির্ম্মিত স্তম্ভাবলি সদৃশ বংশাবলি-সমারূঢ় ছাদসংলগ্ন গ্যাসলাইট সদৃশ কেরোসিন লাইটে চতুর্দ্দিক আলোকিত। হায়! আমি সামান্যশক্তি মানব, হাউসের সে নিরুপম শোভাসকলের বর্ণনা আমি কেমন করিয়া ও কতখানিই বা করিব? আগে যদি জানিতাম যে, এ পার্লেমেণ্ট দর্শনরূপ মহাসৌভাগ্য আমার ভাগ্যে ঘটিবে; তাহা হইলে নিশ্চয়ই, উপযুক্ত সমাস অনুপ্রাস দিয়া এ হাউসটী বর্ণনা করিবার জন্য, একজন বঙ্গীয় সাহিত্যসিংহকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতাম এবং তাহা হইলেই ইহার উপযুক্ত বর্ণনা যাহা, তাহা হইবার সম্ভাবনা হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

হলটি অতি বিস্তীর্ণ। উহার দূরপ্রান্তে এক মনোহর উচ্চ বেদী। ঐ বেদীর উপরে 'ঠিক-সম্মানার্হ' প্রেসিডেণ্টের স্থান, কিন্তু অদ্য রাত্রে তিনি অনুপস্থিতা। কথা ছিল, তিনি স্বয়ং পার্লেমেণ্ট খুলিবেন, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না; কেন? সে একটি বিষম দুর্ঘটনার কথা, তাহা পরে প্রকাশ হইবে। বেদীর দক্ষিণের শ্রেণীতে মন্ত্রীবর্গের বেঞ্চ; তাহার পরে মন্ত্রীবর্গের পক্ষসমর্থনকারী সানুকূলা মেম্বরীবর্গের স্থান। বেদীর বামভাগের বেঞ্চেতে বিপক্ষপক্ষীয় মেম্বরীকুল বিরাজ করিতেছেন। বামের উচ্চ গ্যালারিতে পরদা আচ্ছাদনে দর্শকভ্রাতাগণ; ঐ গ্যালারী প্রায়ই

মন্ত্রী ও সানুকুলা এবং প্রতিকুলা উভয়বিধ মেম্বরীগণেরই গৃহপতিগণ শোভান্বিত করিয়া থাকেন। আমি ভাগ্যবলে সেই গ্যালারীর মধ্যেই একটি স্থানাধিকার করিয়া, পর্দ্দানসিন্ হইয়া পার্লেমেণ্টের কার্য্যকলাপ দর্শন করিতে লাগিলাম। দক্ষিণের উচ্চ গ্যালারীতে ভগ্নীদর্শকের স্থান। নিম্নস্থ গ্যালারী সমুদয় সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও অন্যান্য রাজকীয় কারপরদারের জায়গা। লবীতে গার্টার-কিং-আট-আরমস্ এবং প্রেসিডেণ্টের বেদীর পার্শ্বে ব্লাকরডের স্থান। তদ্ভিন্ন আরও কত কত বিষয়ের জন্য যে কত কত স্থান নিরূপিত রহিয়াছে, তাহা কে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে ?

মেম্বরীগণের বেশভূষা যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া উচিত। ইহাঁদের সে মোহনীরূপ, সে ঝল্‌মলাইত চারুচিক্কণ লাবণ্যলহরী ও বেশভূষার পারিপাট্য, বর্ণনা করা কি আমার সাধ্য? আমার আপসোস্ যে, কোন বঙ্গীয় সাহিত্যসিংহকে কেন সঙ্গে করিয়া আনি নাই। যাহা হউক, আমার যাহা ক্ষমতা, আমি তাহাই বলি। মেম্বরীগণের গায়ে প্রায়ই আংরাখা, কণ্ঠে চিক, তাম্বূলরাগে ঠোঁট দুইটি টুক টুক করিতেছে। কাহারও পরনে পায়-ঝুলান জামার উপর ঢাকাই শাড়ি, কাহারও ঘাঘরা, কাহারও গৌণ, কাহারও বা পাজামার উপর বেণারসী ঘেরাল হইয়া রহিয়াছে। পায়ে নীলে কাল শাদা মোজা, এবং গরাণহাটার বার্ণিসকরা জুতা। কাহারও খোঁপার উপরে তেরছা করিয়া শামলা বাধা; কাহারও মাথায় ফুলবসান চাদর ঢাকা, কাহারও বা আনিতম্ববিলম্বিত লেজপরিশোভিত কারুখচিত চেপ্‌টা টুপি ভঙ্গিভরে ঝল্‌মল্ করিতেছে; আবার কাহারও খোলা মাথায় চিল প্রজাপতি উড়ির উড়ির করিয়াও, রসতরঙ্গে পাখাচোখায় আবদ্ধ হইয়া উড়িতে পারিতেছে না। খোঁপারই বা রকম কত—আরমানি, বিবিয়ানা, ফিরিঙ্গিয়ানা, পরচুলোয়ানা, আরও যে কত 'য়ানা' তাহা কে গণনা করিতে পারে? কাহারও কাণে দুল, কাহারও বা এয়ারিং, গলায় সুস্পষ্টদৃষ্টভাবে ঘড়ির চেইন ও ঘড়ি। এ সকলের মধ্যে কেবল একটী মেম্বরাকে কিছু বিশেষ ভাবাপন্ন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি সেই অসভ্য কালের মত এখনও খালি পা, খালি গা, খালি মাথা, কস্তাপেড়ে শাড়ি ও শাঁখা হাতে বসিয়া রহিয়াছেন। অপূর্ব্ব

বেশবৈচিত্র্য ফিল্ড মার্সাল মহাশয়াতে! তাহা কথায় কি বলিয়া বর্ণনা করিয়া শেষ করিব?—সে বেশ, যাহা একাধারে সহজ অথচ অতি বৃহৎ, সরল অথচ অতি গম্ভীর, সামান্য অথচ অতি সাধারণ! তাঁহার পরণে সাদা শাড়ি, গায়ে সেলাপ, এবং ফিল্ডমার্সালের বেটনরূপে হাতে হিরাবাঁধান ক্ষয়িতাগ্র শতমুখী মণিবন্ধে দোদুল্যমান; বামকরে একটি কৌটা, দেখিতে দিব্যপদার্থ তামাক পোড়ায় দিব্যাধার রূপে প্রতীয়মান হয়।

পার্লামেণ্টের এখনও কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং এই অবসরে মন্ত্রী এবং মেম্বরীগণের মধ্যে, কাহার ঘড়ি বা গহনা ভাল, কে পোষাকের বস্তায় বড়াইবুড়ি সাজিয়াছে, কে পূর্ব্বরাত্রে কোথায় ছিল, কে কি করিয়াছে, কে কি খাইয়াছে, কাহার গৃহপতি বাঁধে কেমন, কার্পেট বুনে কেমন, বা কাজ করে কেমন, সেই সকলের কথাবার্ত্তা ফসফাস করিয়া চলিতেছে; কেহ চোক ঠারিয়া মুচকে হাসিতেছেন, কেহ অতর্কিতে আর একজনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন, কেহ বা ঠোঁট মুখ উল্টাইতেছেন, কেহ বা নাক সিট্‌কাইয়া অপর হইতে আপনার উচ্চরুচি ও উচ্চ প্রকৃতির পরিচয় দিতেছেন। এইরূপ চলিতেছে, অমনি মাঝে মাঝে এক একবার হুঙ্কার রবে হাসির গট্‌রা উঠিতেছে, আবার তাহা নিবিয়া যাইতেছে; আবার ফস্‌ফাস্ করিয়া একথা সেকথা চলিতেছে; ইহার মধ্যে সহসা একবার একটু গোল হইয়া উঠিল। সবারই চোখ্ ও কাণ সেইদিকে ফিরিল, তখন শুনিতে পাইলাম, মন্ত্রীবর্গের বেঞ্চ হইতে এক জন রাগে গরগর করিয়া ফুলিতে ফুলিতে বলিয়া উঠিলেন,—"মর পোড়াকপালেরে! আমার যেন কেউ নেই, তাই পেয়ে বসেছেন, অমন করিস ত আমি এখনই মন্ত্রীগিরিতে রিজাইন দিব, আর কখনও হাউসে আসিব না।" সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, তাহার চোখ দুইটিও যেন কিছু ছল ছল্, টস্ টস্, করিতে লাগিল। আমারও দেখিয়া একটু দুঃখ হইল।

আমিও এই অবসরে রাজ্যের রাজন্যবর্গ কে কে, তাহার একটু পরিচয় দিয়া রাখি। বলা বাহুল্য যে, রাজ্য স্ত্রীতন্ত্র,—উহা আকারে যদিও অসভ্য জাতিদের সাধারণতন্ত্রের অনুরূপ। নিম্নে প্রধান প্রধান রাজন্য-

বর্গের তালিকা দিলাম। নিম্নপদবীস্থ যাহারা, তাহাদের তালিকা দিতে গেলে স্থানে কুলায় না।

প্রেসিডেন্ট বা সভা-পত্নী।

ঠিক-সম্মানার্হ শ্রীমতী মনোমোহিনী জোলা।*

ডিপুটী প্রেসিডেন্ট বা সভা-উপপত্নী।

সম্মানার্হ শ্রীমতী মিস্ কামসুন্দরী দাস।

সেনা-পত্নী।

ফিল্ড মার্সাল পদীপ মা।

---

* প্রেসিডেন্টের একটু সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত দেওয়া উচিত। ইনি বস্ত্রবয়নকারী ও জগতের আবকদার মনশারাম জোলার গৃহ উজ্জ্বল করিয়া কন্যারূপে অবতীর্ণ হয়েন। ছেলেবেলা হইতেই ইনি সুগঠন ও সুরূপের অধিকারিণী ছিলেন। অবোধ মনশারাম কিন্তু তাহার কন্যাকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে নাই; নতুবা সে যদি ভাবী প্রেসিডেন্টের উত্তরকালীয় ইতিহাসের খণ্ডিক টুকরা মাত্রও দুনাক্ষরে টের পাইত, তাহা হইলে সে কখনই সেই স্বাধীনচেতা ও সুমহাত্মা মনোমোহিনীকে, নিজের অপেক্ষা আরও অবোধ একজন জোলার করে বিবাহরজ্জুতে বন্ধন করিতে সাহস পাইত না। হায়! মানুষ কি অবোধ! এ বিবাহে যে থালির ভিতর হাতি পুরিবার চেষ্টা করা হইল, তাহা মনশারাম কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিল না। কিন্তু এ অসম্ভব কত দিন সম্ভবরূপে তিষ্ঠিতে পারে? যেমন মনোমোহিনী বয়স্থা হইলেন, অমনি অধীনতাশৃঙ্খল কুট করিয়া কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন, যে অবধি জোলা ধৃষ্টতাপূর্ব্বক বিবাহে মাতিয়াছিল, সে হাতে কাটা শিক্‌লি লইয়া ভেকো হইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিতে কি, সেই শুভক্ষণে মনোমোহিনীরও ভাবী গৌরবের সূত্রপাত হইল। এমন অসাধারণচিত্ত কখনই অধীনতাকে স্থান দিতে পারে না, এজন্য তিনি বরাবরই স্বাধীন প্রেমের নেতা ও উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন একজন ভ্রাতার সাহায্যে ইনি কলিকাতায় আসিলেন। আগুণ কদিন কাপড়ে ঢাকা থাকে? শেষে ইহার মনোমোহিনী আকর্ষণে ইহার আলয়

মন্ত্রীসভা।

প্রধান মন্ত্রী	...	...	মিস্ অবলা খাসনবিশ।
রাজস্ব মন্ত্রী	...	...	.ভেনারেবল রামার মা।
বৈদেশিক মন্ত্রী	...	...	মিস্ কামিনী দাস।
স্বদেশিক	...	...	মিসেস্ পাঁচুমণি তলাপাত্র।
যুদ্ধমন্ত্রী	...	...	কর্ণেল চণ্ডিমণি গাঙ্গুলি।
যানমন্ত্রী	...	...	মিস্ ক্ষুদেরাম।
বচন মন্ত্রী	...	...	মিসেস পদ্মমণি সেন।
শিক্ষা মন্ত্রী	...	...	মিস্ শ্যামাসুন্দরী লাহিড়ি।
স্ত্রীস্বত্ব মন্ত্রী	...	...	মেজর জেনারল দিনতারিণী বন্দ্যোপাধ্যায়।
দাম্পত্য মন্ত্রী	...	...	মিসেস্ হরমণি গুড়ে।

নিত্য বিহ্বল আনন্দের আকরস্থান হইয়া উঠিল এবং যখন যে স্ত্রীটে, যখন যে খানে থাকিতেন, তখন তাহাই ইহার তেজে ও প্রতিভায় হৈ হৈ রৈ রৈ করিত এবং কত পুরুষপতঙ্গ যে সে তপ্ত আগুণে বলি হইতে আসিত, তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। ইহার আর যে সকল কীর্ত্তিকলাপ, তাহা এ সামান্য ফুটনোটে বর্ণনা করিয়া শেষ করা সম্ভব নহে, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইংরেজ রাজত্বে থাকিলে অবশ্য ইনি এত দিনে মহারাণী অথবা বি-সি-এস্-আই খেতাব প্রাপ্ত হইতেন। সে কথা যাউক, তাহার পর যখন এ দেশে ভগ্নীতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হইল, তখন প্রেসিডেণ্ট-নিয়োগের আবশ্যক হওয়ায়, সকলেরই দৃষ্টি যে একদৃষ্টে মনোমোহিনীর উপর পতিত হইল, তাহা বলা বাহুল্য এবং মনোমোহিনী নির্ব্বিবাদে প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হইলেন। দেখ, গুণের ক্ষমতা দেখ, কি সামান্য অবস্থা হইতে ইনি কত উচ্চেই না উঠিয়াছেন! অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত-লেখক যদি অনুগ্রহ করিয়া এ মহাত্মারও জীবনচরিত লিখিতেন, তাহা হইলে বচনাবর্ত্ত তাঁহার নিকট নিঃসন্দেহ চিরকৃতজ্ঞ থাকিত। যাহাহউক, তিনি যদি নাই লেখেন, কালে ইহা আট্‌কাইয়া থাকিবে না।

এই মন্ত্রী ১০ জন এবং উপমন্ত্রী স্বরূপ ডিঃ প্রেসিডেণ্ট ও সেনাপতিকে লইয়া মন্ত্রীসভা অর্থাৎ কাবিনেট-কাউন্সিল বসিয়া থাকে। এক্ষণে লিবারল্ দলের মন্ত্রিত্ব। কন্সারবেটিবেরা প্রতিকূলে রহিয়াছেন।

ক্রমে হাউস সরগরম হইয়া উঠিল। মেম্বরীগণ সকলেই একে একে উপস্থিত হইয়া যাঁহার যে স্থানাধিকার করিয়া বসিলেন। হাউসের কার্য্য আরম্ভ হইল। হাউসের আজি প্রথম্ কার্য্য, নিজেদের একজন বচন-বাগীশ অর্থাৎ স্পিকার মনোনীত করা; তাহার পর প্রেসিডেণ্টের বেদী হইতে স্পিচ্ শুনা। দেখিতে দেখিতে বচনবাগীশ মনোনীতের মহাধুম পড়িয়া গেল, কিন্তু যাহোক বিশেষ গোল হইল না; কারণ সকলেই দেখিলাম যে, একমতস্থ হইয়া মিস্ খেদী মাস্চটককে বচনবাগীশের আসন প্রদান করিলেন।

বচনবাগীশ মহাশয়া আসনস্থ হইয়া, মেম্বরীগণের শপথ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। একে একে মেম্বরীগণ, কেহ নববিধানী, কেহ সাধারণী, কেহ ভর্গ্মী, ইত্যাদি শপথের কথা ঠোটে করিয়া বচনবাগীশের টেবিলের ধারে আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। হিন্দু ইহার মধ্যে একটাও দেখা গেল না; কেবল শাঁখাশাড়ি-পড়া খালি-গা খালি-পা-ওয়ালা যে মেম্বরীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিল। তাহার খালি গা, খালি পা দেখিয়া অনেক মেম্বরীই মুচকে হাসিলেন ও মুর্চ্ছা গেলেন, কেহ হাহুতাশ করিতে লাগিলেন, কেহবা এরাজ্যে এমন কুরুচিসম্পন্ন অসভ্য মেয়েমানুষ থাকিতে পারে ও মেম্বরী হইতে পারে, ইহা ভাবিয়াই অবাক হইলেন। মেম্বরীটি দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল, চোখে জল আসিল; এমন সময়ে বচনবাগীশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ধর্ম্ম, কি নীতি অনুসারে হাউসের কার্য্য করিবেন,।" মেম্বরী বলিলেন, "কেন? আমি হিন্দুর মেয়ে, আমায় স্বামী কি বকেন, আর আমাকে তা হইতে বলেন। মাগো! আমি কি সে বাপ পিতামহ শ্বশুর শাশুড়ীর কুলধর্ম্ম ছাড়িতে পারি?" এই সকল কথা শুনিবামাত্র হাউসে একটা মহাহুল-স্থুল পড়িয়া গেল, একটা ঝাঁকার দিয়া হাসির গর্‌রা উঠিল, মেম্বরীটি

ন্যাবাতুড়ো খেয়ে ভেকো হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বচনবাগীশ তখন ধীর গম্ভীরস্বরে ওজন করা বিশমুণে কথায় বলিলেন, "আপনি চলিয়া যাউন, আপনার দ্বারায় হইবে না।" মেম্বরীটি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। অনুসন্ধানে জানিলাম, ইহার স্বামীর চেষ্টা, যে ইহাকে একেবারে অত্যুন্নত করিয়া তুলেন, কিন্তু ইনি সাবেক দাঁড়া ছাড়িতে পারেন না। মেম্বরী হইবারও ইহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, বা মনে তাহা প্রবেশও করে নাই। কেবল স্বামীর ধস্তাধস্তিতে মেম্বরী হইয়া আসিয়াছিলেন।

যাহোক সোরগোল, হাসি, ঠাট্টা, টিটকারী এখনও চলিতেছিল। দ্রবীভূত মেম্বরীর স্বামী, তিনি আমাদেরই গ্যালারীতে বসিয়াছিলেন; দেখিলাম তিনি পত্নীর রকম সকমে রাগে অভিমানে ফুলিয়া গর গর করিয়া, আস্ফালন করিতে লাগিলেন; ও বলিতে লাগিলেন যে, তিনি বাড়ী গিয়াই এ বুনো পত্নীর পতিগিরি ছাড়িয়া দিয়া, কোন উন্নতমনা কামিনীর শরণাপন্ন হইবেন। এ মাগিটা এমন হতভাগিনী যে, আজি পর্য্যন্ত কিছুতেই সাবেক ধরণ ছাড়িয়া আপন স্বত্বাধিকারে রাজী হয় না; এখনও সে পরিজনের প্রতি দয়া মমতা করে, এখনও তাহার দৌরাত্ম্য হেতু পতি গৃহকর্ম্মাদি করিতে পারেন না, ইত্যাদি কত দুঃখের কথাই গৃহপতি মহাশয় বলিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সহসা বাকরড হাউসে প্রবেশ করিয়া "সুনিয়ম সুনিয়ম—সুনিয়ম," "সুরুচি—সুরুচি—সুরুচি" "ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা" বলিয়া সাড়া দিতে লাগিল। অমনি সকল গোলমাল থামিয়া গেল; সকলে উৰ্দ্ধদৃষ্টিতে প্রেসিডেন্টের বেদীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ডেপুটি প্রেসিডেন্ট সভাস্থ হইয়া প্রেসিডেন্টের বেদী অধিকার করিয়া বসিলেন।

চারিদিক হইতে প্রেসিডেন্টের খোঁজে, প্রেসিডেন্ট? প্রেসিডেন্ট? বলিয়া একটা রব উঠিল। কথা ছিল, প্রেসিডেন্ট নিজে পার্লামেণ্ট খুলিবেন ও নিজে স্পিচ দিবেন; তাই এখন সকলে প্রেসিডেন্টকে না দেখিয়া, কেন তিনি আসেন নাই, তাহার কৈফিয়ৎ তলবসূচক চীৎকার করিতে লাগিল।

চীৎকারের উত্তরে মিস ক্ষুদিরাম উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা এত উতলা হইয়া চীৎকার করিবেন না, প্রেসিডেণ্ট পীড়িত।"

ইহা শুনিয়া রাজস্বমন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "ষাইট্ ষাইট, ক্ষুদি! অমন কথা কি বলিতে আছে? সোনার বাছাটুকু হয়েছে, তায় এত বয়েসে; সুখে থাক্, আহা সুখে থাক্; অমন অমঙ্গলে কথা কি বলিতে আছে।"

"নব্য মহলে ষাইট্, ষাইট্" শুনিয়া একটা হাসির গট্রা পড়িয়া গেল। কেহবা একটু একটু রিস্ করিলেন।

এমন সময়ে ডিপুটি প্রেসিডেণ্ট রূপার ঘণ্টানিন্দিত স্বরে জলদগম্ভীরে বলিতে লাগিলেন:—

"আপনারা উতলা বা আশ্চর্য্যান্বিত কিছুই হইবেন না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ভ্রাতা জাতির রাজ্যে থাকায় ভগ্নী লোকদিগকেই বরাবর ঘৃণিত প্রসবের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহার পর যখন আমাদের এ রাজ্য স্থাপিত হইল, তখনও কোন বিষয়ের কোন নিষ্পত্তি বা আইনকানুন আমাদের করা হয় নাই। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট মহাশয়া আজিকে যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, সে কেবল খৃষ্টানদের যিশুর ন্যায় সাধারণের উপকারার্থে আত্মবলি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা আমাদিগের নিজেরই অমনোযোগীতার ও আলস্যের ফলস্বরূপ; তিনিই যখন আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ, তখন এ আত্মবলি হওয়া তিনি নিজ দেহেই অনুষ্ঠান করিয়া কি অপরিসীম মহত্ত্বই না দেখাইতেছেন! কিন্তু যেমন তাঁহার পক্ষে অপরিসীম মহত্ত্ব, তেমনই আবার উহা আমাদের পক্ষে অপরিসীম লজ্জার বিষয় হইতেছে। অতএব এ বিষয়ে কোন চীৎকার বা কথা কওয়ার অপেক্ষা, অধোবদন করিয়া থাকাই আমাদিগের পক্ষে বিধি। সেজন্য আমি প্রস্তাব করি যে, এ বিষয়ে যেন এ পার্লেমেণ্ট, উপযুক্ত আইন কানুন বিধিবদ্ধ করিয়া ভগ্নীদিগের এ ঘৃণিত যন্ত্রণা ও কার্য্য প্রতিবন্ধকতা দূর করেন। এক্ষণে আপনারা একটু থামুন, আমি স্পিচ পাঠ করি;—

"পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসকল যদিও এখনও অসভ্য এবং তাহারা ভ্রাতা জাতীয় রাজার দ্বারা শাসিত, তথাপি তাহাদের লইয়া চলিতে হয়। তাহাদের সঙ্গে

আমাদের একরূপ ভাল ভাবেই চলিয়াছে বলিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সভ্য করার নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাও আশানুরূপ ফল ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"পুরুষদমনে গত বৎসর কিছু গোলযোগ হইয়াছিল ও কতকগুলি তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহীও হইয়াছিল। যাহা হউক, সত্বরেই তাহাদের দমন করিয়া ফেলা হয়। ভবিষ্যতে আর যাহাতে এরূপ হইতে না পায়, সে জন্য কাহার সর্ব্বনাশ করিলেও স্বাধীনতা হরিলেও কেমন করিয়া তত্ত্বাবতের কারক স্বাধীনতাহারিকের প্রতি অপর পক্ষ হইতে ভক্তি ও ভালবাসার উদ্রেক করাইতে হয়, তাহা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে দুই জন ভগ্নীকে পাঠান হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এক জনকে সেখানে তাহারা ছাড়িয়া দেয় নাই, ইংরেজেরা আপন দেশ সুসভ্য করাইয়া লইবার আশায় তাহাকে তথায় রাখিয়া দিয়াছে; তিনি এখন খৃষ্টান্ হইয়া তথাকার ভগ্নীগণকে সংস্কৃত পড়াইতেছেন। ইহা আমাদের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে, যে, আমাদের একজন ভগ্নী হইতে এমন একটা বিশালরাজ্য সভ্য হইয়া উঠিবে। যে একজন ভগ্নী ফিরিয়া আসিয়াছেন, আশা করি আমাদের যে কিছু পুরুষদমন বিষয়িণী কার্য্য, তাহা একা তাঁহার সাহায্যেই নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে।

"গত বৎসর হিন্দুধর্ম্মের কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল; বক্তৃতা লেকচার ধর্ম্মব্যাখ্যার জ্বালায় অস্থির! একজন সভ্য ভ্রাতা রমেশচন্দ্রদত্তের বাঙ্গালা ঋগ্বেদ প্রচার হওয়ায়, তাহার অনেকটা সমতা সাধিত হইয়াছে ও হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন-স্রোতেও তজ্জন্য এখন অনেকটা ভাটা পড়িয়া গিয়াছে। বলিতে কি, সভ্যই হউন আর ভব্যই হউন, একজন ভ্রাতার দ্বারা যে এমন কঠিন দুষ্কর কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণা ছিল না। ফলত দত্ত ভ্রাতা যাহা করিয়াছেন, তাহা কোন ভগ্নী করিলে তাহার পক্ষে উহা অগৌরবের বিষয় হইত না।

"আর আর জ্ঞাতব্য বিষয় এবং যে কিছু আইন কানুন এবার পাস করার দরকার, তাহা মন্ত্রীবর্গের দ্বারা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করা যাইবে। সম্মুখে বসন্তকাল, কোকিল ডাকিলে মলয়বাতাস বহিলে, কাজের বড় ব্যাঘাত হয়; অতএব আশা করি, আপনারা ইহার মধ্যেই এ সেসনের

কার্য্য সমাধা করিয়া, স্বচ্ছন্দে বসন্ত হইতে আপনাপন বিষয় বিভব রক্ষায় যত্নপর হইতে পারিবেন।"

ভেনারেবল রামার মা বিরসবদনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা! আমার পোড়া কপাল!" 'বসন্ত কি সকলের জন্য আসে গা?'

ডিঃ প্রেসিডেন্ট রসিকতার হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বলি, রামার মা! অত খেদ কেন, বয়েস গিয়েছে বলেই কি খেদ করিতে হয়; একটা চোখের সুখত আছে। তার তোমার মত উচ্চ পদস্থাকেও যদি বসন্ত কষ্ট দিতে পারিল, তবে আমাদের এ রাজ্য না চালানই উচিত!—"

আমি ডিঃ প্রেসিডেন্টের সুললিত বক্তৃতা পাঠ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "কেন? ডিঃ প্রেসিডেন্ট কি কম বিদ্বান, তৃতীয়ভাগ চারুপাঠ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন! বিশেষ এ স্পিচ্ মন্ত্রীবর্গের লেখা, তাহাদের মধ্যে একজন গ্রাড়ুয়েট আছেন যে।"

সকলে বেদী হইতে স্পিচ্ শুনিয়া যে যাহার স্থানে যাইয়া বসিলেন। একটু পরেই আজিকার রাত্রের মত হাউস ভাঙ্গিল।

দ্বিতীয় বৈঠক।

দ্বিতীয় বৈঠকের রিপোর্ট দেওয়ার পূর্ব্বে আমার একটু কৈফিয়ৎ দিবার আছে। পুরুষগণ পর্দ্দানসিন্ হইয়া বসিয়া থাকার কথা বলিয়াছি; কিন্তু এ সর্ব্বস্বাধীনতার দেশে এ বিসদৃশ ঘটনা কি জন্য, তাহার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত।

কথায় কথা আসিয়া পড়ে। সভ্যদেশের রকমই আলাহিদা। আর আমাদের অসভ্য দেশ দেখ, বোকার মত পড়িয়া আছে। এখানে এত সভ্যতা, এত উন্নতি, তবু আকাঙ্ক্ষা মিটে না। এজন্য কিছুদিন হইল, এখানকার সংস্কারক সভা সমস্ত একত্র হইয়া, একদা এক অতি ভয়ঙ্কর মিমোরিয়েল দ্বারা বিলাতের বৃদ্ধমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের নিকট জনকয়েক বিলাতি সংস্কারক মিসনরী চাহিয়া পাঠান। বৃদ্ধমন্ত্রী মিমোরিয়েল পাইয়া কিছু

ফাঁপরে পড়িলেন ; যেহেতু না শুনিলে বন্ধুরাজ্য চটান হয়, শুনিলে মহাসঙ্কট। তাঁহার মহাসঙ্কটের কারণ এই যে, এই সময়ে স্বদেশের অসভ্য অবতার মেহেদীও গ্লাডষ্টোনের নিকট এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ সংস্কারক মিসনরী চাহিয়া পাঠাইয়াছিল যে, চাই কি তাহারা নিঃস্বার্থভাবে বাগিবনে উবু করিয়া পড়িয়া, গুতা ও জুতা খাইতে অথবা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কাতর না হয়। মেহেদীর এমন সদিচ্ছা ও সৎ আকাঙ্ক্ষার আগে নিবৃত্তে, সুতরাং অগ্রে মেহেদীর কথা রাখিতে গ্লাডষ্টোন ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিলিংসগেট, স্মিথফিল্ড, পুদ্দলডন প্রভৃতি মিসনরী আড্ডাগুলি খালি করিয়া পাঠান। তথাপি বর্ব্বর মেহেদীর খাই মিটে না। এ স্থানে বলা উচিত যে, বিলাতের মধ্যে লণ্ডন, লণ্ডনের মধ্যে আবার কথিত স্থানগুলিতেই বিলাতের গৌরব ও মুখ উজ্জ্বলকারী এবং সভ্যতার আস্পদ ও ধর্ম্মবারিস্বের খান নৈতিক মিসনরী দল যাহা কিছু পাওয়া যায়। তাহাদেরই নৈতিকবলে বলীয়ান হইয়া, ইংরাজ জাতি নানাদিগ্‌দিগন্তে নৈতিক গৌরব করিয়া থাকে। যাহা হউক, এসকল স্থান খালি করিয়া মিসনরী পাঠাইতেও মেহেদীর আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই ; বলে, আরও চাই। একে মেহেদীর এই আকাঙ্ক্ষা—সৎ ও ভক্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহার উপর আবার ভগ্নাতন্ত্ররাজ্যের মিনোরিয়াল ! বাস্তবিক বলিতে কি, গ্লাডষ্টোন ফাঁফরে পড়েন।

যাহাই বল, আর যাহাই হউক, গ্লাডষ্টোন কিন্তু বড় ধড়িবাজ লোক, নতুবা এমন বিশাল রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হওয়া এবং ক্ষমা ও সহ্যগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বর্ব্বর রুষকে শান্তির পথ দেখান, সেটা কি সহজ কথা ! অবশ্য বিলিংসগেট আদি স্থান খালি দেখিয়া, তিনি একটু কাঁদিলেন বটে, কিন্তু চিন্তিত হইলেন না ; মধু অভাবে গুড় দিয়াও যে অপর রাজ্যের সম্মান রাখা উচিত, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। সাম দান ভেদ দণ্ড সব তাঁহার হস্তধুদের মধ্যে ছিল এবং আবশ্যকমত তিনি টীকি ধরিতেও জানিতেন, মাথা পাতিতেও পারিতেন। শেষে বিলাতে মিসনরীর অভাব দেখিয়া লাট ডফারিণকে এক রোকা লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বিলিংসগেট, স্মিথফিল্ড আদি স্থানে সংস্কারক মিসনরীবর্গের অত্যন্ত

অভাব হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তুমি যখন রত্নগর্ভা ভাবতে রহিয়াছ, তখন আর ভাবনা কি? তথা হইতে কোন গতিকে ব্যবস্থা করিয়া আমার এ বৃদ্ধবয়সের নাম অটুট রাখিতে ভগ্নাতন্ত্র রাজ্যে কতকগুলি বাছা বাছা মিসুনরী পাঠাইবা। এ রোকা পঞ্চানন্দের সংগ্রহে আছে কি না জানিনা, নতুবা তথায় দেখিবার জন্য বরাত দিতে পারিতাম। যাহা হউক, লাট্ ডফারিণও অনুরূপ গুণজ্ঞ; রোকা পাইবামাত্র অমনি কয়েকজন ভ্রাতা প্রচারক ও সংস্কারককে বচনাবর্ত্তে পাঠাইয়া দিলেন। বচনাবর্ত্তের ভাগ্য ফিরিল।

ভ্রাতা সংস্কারকেরা বচনাবর্ত্তে আগত হইয়া তুমুল সংস্কার সংগ্রাম লাগাইয়া দিলেন। যে কিছু অসভ্যতা, যে কিছু অসংস্কার ছিল, তাহা দূরে পলাইল। পূর্ব্বে, অসভ্যদেশে যেমন হইয়া থাকে, এখানেও মাতা, পিতা খুড়া, জেঠা, ইত্যাদি নানারূপ সম্পর্কপর্য্যায় প্রচলিত ছিল; কেহ প্রণত হইত, কেহ প্রণাম লইত, ইত্যাদি। কিন্তু হায়! সকলেই যখন এক মাটিতে পা দিয়া চলে, সবাই যখন এক সূর্য্যে রোদ্ পোহায় এবং সবাই যখন সমান চৌদ্দ পোয়া মানুষ, তখন কেহ প্রণাম করিবে, কেহ প্রণাম লইবে, ইহার যে বিসদৃশ ভাব এতদিন লোকে কেন বুঝিতে পারে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য! যাহা সহজবুদ্ধিতে সংসাই আইসে, তাহাও এখানকার মত বুদ্ধিমান ও সভ্য লোকে যে বুঝিতে পারিত না, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা! যাহা হউক, যাহা ছিল তাহার আর শোচনা কি? অতঃপর সংস্কারকদের প্রসাদাৎ সে সকল অসভ্য সম্পর্ক প্রথা একদিন উঠিয়া গিয়া, যাহা স্বাভাবিক, যাহা সহজ, যাহা জ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত, সেই সম্পর্কই মাত্র তাহাদের স্থানাধিকার করিল; অর্থাৎ এখন হইতে সকল মানুষই ভগ্নী এবং সকল মানুষই ভ্রাতা। কুরুচিকে একেবারে টীকি ধরিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া দূর করা হইল; সর্ব্বত্রে সুরুচি স্থাপিত হইল। পূর্ব্বতন কবি ও গ্রন্থকারগণ অর্থাৎ কালিদাস, সেক্ষপীর গেটে আদি যাহারা এতকাল লোকের চোখে ধূলা দিয়াও তাহাদের কুপ্রবৃত্তি উসকাইয়া খাইতেছিল; এতদিনে এসংসার হইতে তাহাদের বরাত উঠিল। বলিতে কি, সেকালের কথা সে আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তখনকার কালে এত

কুরুচি সত্ত্বেও যে লোক সকল কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিত, খাইত, বেড়াইত, অথবা কেন যে, ও কেমন করিয়া মনুষ্যবংশ একেবারে লোপ না পাইয়া আজি পর্য্যন্ত তাহার বংশাবলী চলিয়া আসিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য! আরও দেখা যায় যে, বংশাবলী কেবল চলিয়া আসে নাই, তাহার উপরে আবার উন্নতিও তাহারা কিছু কিছু করিতে পারিয়াছিল; আরও আশ্চর্য্য! আরও আশ্চর্য্য! উহাও কি তবে প্রকৃতির একটি খাম-খেয়ালি কাণ্ড! তাহা ভিন্ন উহাকে আর কি বলা যাইতে পারে? যে খামখেয়ালিতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কুটিল গতি, যে খামখেয়ালি হেতু ছেলে কাঁদিলেও তাহাকে চাঁদ ধরিয়া দিতে পারি না এবং বলিতে লজ্জা করে, যে খামখেয়ালিতে উৎপাদিকা শক্তি, জননক্রিয়া আদির প্রবর্ত্তনা; ইহাও নিঃসন্দেহ সেই খামখেয়ালির ফল বলিতে হইবে। সে যাহা হউক, সংস্কার খুব হইল বটে; কিন্তু সকল কুসংস্কারই যে একেবারে যায়, তা যায় না; এজন্য ধর্ম্মবিষয়ের কুসংস্কার এখনও কিছু কিছু রহিয়া গেল। যাহা-দের এখনও ধর্ম্ম একটা না হইলে, তাবৎ বৃত্তির স্ফূর্ত্তিসাধন করিয়া চলিতে অক্ষম, তাহাদের জন্য কাজেই এখনও কিছু কিছু ধর্ম্মশিক্ষা রাখিয়া দিতে হইল। যাহা হউক, সকল দিক দেখিতে গেলে বলিতে হয় যে, এদেশ ভূস্বর্গে পরিণত হইল, কিন্তু তা বলিয়া হিন্দুর স্বর্গ নহে। বিবাহপদ্ধতি তিন আইনমত সংস্কৃত হইল এবং আরও উন্নত ও উদার যাহারা, তাহারা স্বাধীন প্রেমের চালনা করিতে লাগিলেন, ভ্রাতাগণের অনেকেই,—হাজার হউক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতি কিনা,—অনেকেই এ সকল উন্নতি সহসা ধারণা করিতে না পারিয়া, বিদ্রোহের সূচনা করিয়া তুলিল; চারিদিকেই বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। কাজেই রাজ্যের শান্তি ও তাহাদের সুশিক্ষা, এ উভয়ের নিমিত্ত অনিয়মিত কালের জন্য তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখা হইল, সেই হইতেই ভ্রাতারা পার্দ্দানসিন। বলা বাহুল্য যে, উপযুক্ত হইতে পারিলেই, সময়ে ইহাদিগের পূর্ণ অধিকার মিলিবে। কিন্তু ভারতীয় ইংরেজ রাজ্যস্থ দুর্ভাগ্যবান বোকা প্রজার ন্যায়, ইহাদের কাহারই আত্মোন্নতির চিহ্ন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না।

যাহাহউক, কথায় কথায় অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি; এখন আসল কথায় মন দিই। অদ্যকার পার্লেমেণ্টের বৈঠকে বেদী হইতে স্পিচের উপর ডিবেট চলিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আজি আমার হাউসে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল; সুতরাং আমূল্ ডিবেট শুনিতে পাই নাই। যতদুর ও যেখান হইতে শুনিয়াছি, তাহারই রিপোর্ট পাঠকবর্গকে দিতেছি।

কেন্সরবেটিব মেম্বরী। বলি হ্যাঁলা বড়ত প্রধান মন্ত্রীগিরি কচ্ছিস্ (মন্ত্রীবর্গের বেঞ্চ হইতে—"মুখ সাম্‌লে মুখ সাম্‌লে") বেদী হইতে যে স্পিচ্ হইল, তাতে বলা হয়েছে যে, হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধে যথেষ্ঠ উপায় পরিগ্রহণ করা হয়েছে, তবে আবার টীকিদার বামুণ মিনসেরা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? ও কি রকমের স্পিচ্ হলো তবে?

প্রঃ ম। মহাশয়া কি গ্রহণ বলিতেছেন, না পরিগ্রহণ?—

১ মেঃ। ওর ভাতার দ্বিতীয় ভাগ বই ত আর পড়াই নি!

বচনবাগিশ। ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা, সুরুচি—সুরুচি।

প্রঃ ম। মহাশয়ার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক। কার্য্য অনেক দূর এগিয়েছে, তবে টীকিদার ব্রাহ্মণগুলার বিপক্ষে এখনও কিছু উপায় গ্রহণ করা হয় নাই।

প্রধান মন্ত্রীর উত্তর সমাপ্ত হইবামাত্র, চুড়ি ঝন্‌ঝনায়মান বহুসংখ্যক মেম্বরীগণ একত্রে তারস্বরে কিলিবিলি করিয়া উঠিলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন, 'মিছে স্পিচ,' অনেকেই বলিলেন, 'ওমা সেকি কথা!' কতকগুলি বা গালে আঙ্গুল দিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

প্রধান মন্ত্রী ইহাতে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই কাণে কলম গুঁজিয়া, অলকা দোলাইয়া, নোলক নাড়া দিয়া কহিতে লাগিলেন,—মহাশয়াগণ ইহাতে যে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কিছুই নাই। এতে এত 'ও মা—হে মা' করার কোনই আবশ্যক ছিল না;—

১ কঃ মেঃ। মর! ঠ্যাকার দেখ!

প্রঃ মেঃ। মেম্বরীগণ সাক্ষ্য থাকিবেন, কি রকম আমার ঠ্যাকার কাট্‌তে লেগেছে।

১ কঃ মেঃ। ওমা তাইত! ঠ্যাকারে ফোস্‌কা পলো নাকি?

প্রঃ মঃ। হ্যাদ্যাক, তুই ঠ্যাকার ঠ্যাকার করে ঠ্যাকার কাটিস্‌নে, বলছি ভাল! আ মোলো যা!

১ বিঃ মেঃ। ক্যানেলো, ক্যানে কাটবো না? কাট্‌বো আরও ভাল বল্‌বি—

প্রঃ মঃ। মর! ছোট লোকের এক দশাই আলাদা। চোকের মাথা খা, পুতের মাথা খা—

রাগে গর গর করিতে করিতে, বাক্য-রোধ হইয়া আসিল। মন্ত্রী মহাশয়া বসিয়া পড়িলেন।

১ কঃ মেঃ ও আরও জনকয়েক প্রতিপক্ষ মেম্বরী একত্রে জোট বাঁধিয়া, "কেন খাব লা, তুই খা; না পারিস যদি অমন মন্ত্রীগিরি করিতে আসিস্‌ কেন? মুরদ বড়, দে ছেড়ে দে—ছাড় চোখখাগি, আমরা মন্ত্রী হচ্ছি।"

এ কথা সমস্ত মন্ত্রীসমাজের গায় বাজিল। 'রোস্‌' বলিয়া উত্থান-পূর্ব্বক কোমর বাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া প্রতিপক্ষ দলও রুষিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

বচনবাগীশ তখন চেয়ার হইতে 'ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা' 'সুনিয়ম—সুনিয়ম' করিয়া উঠিলেন। প্রতিপক্ষ পক্ষীয়ের মেম্বরী, জেনারল জয়মণির তাহা শুনিয়া যেন গা দিয়া ঝাল বাহির হইতে লাগিল। তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা! চুপ কর্‌ তুই, ছুঁড়ি যেন ক্যাদরায়—দিয়া ধিঙ্গি হয়ে বসেছে।" বচনবাগীশ তর্জ্জনে স্তব্ধ ও জড়সড় হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিলেন।

কিন্তু মার্সাল মহাশয়া দেখিলেন, বেগতিক। তখন তিনি করস্থ সম্মার্জ্জনী আস্ফালন করিতে করিতে কালের করাল প্রলয়মূর্ত্তিবৎ হাউসমণ্ডপে দণ্ডায়মানা হইয়া উঠিলেন। সকলেরই চোখ সেই দিকে ঘুরিল, সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। দৃষ্টি পড়িবামাত্র সকল দিকেই নিস্তব্ধ; সকলেই যেন ধূলাপড়া পাইয়া সুড়সুড় করিয়া আপন আপন স্থানে উপবেশন করিল। যাহার এক সম্মার্জ্জনী ঘায়ে পদীর বাপ আজ পর্য্যন্ত দেশছাড়া হইয়াছে, তাহার পক্ষে এ প্রতাপ, এ সম্মান আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু পদীর মার একটী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল; বলা বাহুল্য যে তিনি জেনারল

জয়মণি। সবাই সুড়সুড় করিয়া বসিয়া পড়িল, কিন্তু জেনারল জয়মণি যেখানকার সেখানে, সরোষে পদীর মার উপর নয়ন দুটী রাখিয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। পদীর মার দৃকপাত নাই ; গুরুগম্ভীর স্বরে মেম্বরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।—

"হালা শতেক খোয়ারীরা, হালা ঘরমজানী পাড়া ঢলানিবা, এই বুঝি তোদের সব্বি ভব্বি হওয়া। বলি, না পারিস্ ত, এ নীচ কাচ কাচ্‌তে আসিস্ কেন—"

জেঃ জয়মণি। "হ্যাদ্যাক পদীর মা, আর যা বলবি তা বল, কেবল পণ্ডিতপণা করিস্‌নে মেনে, গায়ঁ সয় না ; যা রয় সয়, তাই ভাল।"

ফিঃ মাঃ। তুই চুপ কর্ বল্‌ছি।

জেঃ জঃ। তুই চুপ কর্ বল্‌ছি।

ফিঃ মাঃ। আঃ মর।

জেঃ জঃ। তুই মর মর করিস্‌নে বল্‌ছি ভাল, মুখ সাম্‌লে কথা কোস্।

জেনারল জয়মণির সাহসে ও ডিবেটের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিপক্ষদলের বুক পাঁচ হাত হইয়া উঠিল।

ফিঃ মাঃ। কেন না, মুখ সামলে কথা কব ? আমি কব না, এই আমি কলাম না, কর দেখি কি করবি ? আয়, আয়না, আয় দেখি একবার।

(মন্ত্রীপক্ষ হইতে ঘন ঘন করতালি ও হর্ষ-চীৎকার ; বিপক্ষের বুক তখন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল।)

জেঃ জঃ। এই ত আবার বলছি, মুখ সামলে কথা কাব আরও ভাল বল্‌বি।

ফিঃ মাঃ। বটে, এই তবে ভাল বলি আয়। (বেগে গিয়া জেনারল জয়মণিকে ঝাঁটা প্রহার। জয়মণি কর্তৃক ফিল্ড মার্সালের কেশ গ্রহণ।)

হাউসে মহা হুলস্থুল লাগিয়া গেল ; রামরাবণের যুদ্ধ কোথায় লাগে। ঘোরতর রোল, গণ্ডগোল, কে কারে ধরে, কে কারে মারে, কে কার গায় পড়ে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। মধ্য হইতে 'চোখ্‌খাগী,' 'পুতখাগী,' 'আঁটকুড়ি,' 'সর্ব্বনাশী', এইরূপ নানাবিধ সুসম্ভাষণ-কল্লোলে হাউসমণ্ডপ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যেমন ষ্টীমের দুরন্ত তেজ

আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া বইলার ফাটিয়া বাহির হয় ; সেইরূপ মেম্বরীগণও হুটপাট, হুড়াহুড়ি, হাতাহাতি লাথালাথি, চুলোচুলি ঠুলো-ঠেলিতে, প্রলয়নির্ঘোষ অশনিগর্জ্জনে, পার্লেমেণ্ট হলের নানা দুয়ার দিয়া রাস্তার অভিমুখে বাহির হইয়া ছুটিলেন। অনেক দূর ও অনেক স্থান ব্যাপিয়াই ছুটিলেন। শেষে আইগ্লাস দিয়া দেখিলাম যে, পদীর মারই জিত, যেহেতু ফিল্ডমার্সাল পদীর মাই ঝাঁটা হাতে করিয়া আর সকলের পিছনে পিছনে ছুটিতেছেন।

আমি গ্যালারীতে বসিয়া পার্শ্বস্থ এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটা কি রকম হইল ?"

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি লোকটী ভাল, একটু সেকেলে ধরণের, আপ্যায়িত করিয়া উত্তর করিলেন ; "ভায়া, তোমাদের দেশে পার্লেমেণ্ট নাই বুঝি ? যাহা হউক, ডিবেটিং কাহাকে বলে, তাহা শুনিয়াছ কি ? এও সেই ডিবেটিং, তবে এটা কিছু উচ্চ রকমের। তুমি যেমন এদেশে আসিয়াছ, তাহাতে সৌভাগ্যক্রমে যে এমন একটা উচ্চ রকম ডিবেটিঙের ঘটনা হইয়া গেল এবং তুমি তাহা দেখিলে ও শিখিতে পাইলে, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। এমন উচ্চ ডিবেটিং যে শীঘ্র ঘটিবে, এ আশাটী আমরা করি নাই। ইহা সহসা ঘটে না, রাজ্যের তেমন তেমন বিশেষ ঘটনা ভিন্ন সংঘটিত হয় না। লিবারেল দলের ফিল্ডমার্সাল পদীর মা এবং কন্সারবেটিবদলের জেনারল জয়মণি, এমন দুইটী ডিবেটিং মেম্বরী এ বিশাল বচনাবর্ত্তে আর নাই। তবে পদীর মা কিছু সবেস যায় !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন ডিবেটে জয়পরাজয় কাহাদের হইল ?"

উত্তর। "যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন—যে পক্ষে পদীর মা, সেই পক্ষেই জয় ; যাহারা তাড়িত, তাহাদের পরাজয়ত ধরা কথাই ! এও এক রকম ভোটগণনা, অথচ এই লাভ যে, ভোটগণনা করার ক্লেশ লইতে হয় না। এতদ্দ্বারা বিপক্ষদের মোসন নিগেটিব হইয়া গেল।"

এমন সময়ে দেখিলাম, ফিল্ডমার্সালপ্রমুখ মন্ত্রীবর্গ জয়োল্লাসে হাউসে ফিরিয়া আসিলেন। বচনবাগীশ মহাশয় বেদীর স্পিচ্ পাস্ বলিয়া লিপি-বদ্ধ করিয়া লইলেন। অদ্যকার মন্ত্রহাউস ভঙ্গ হইল।

তৃতীয় বৈঠক।

অদ্য রাত্র ৭টার সময়, অর্থাৎ অন্যান্য দিন অপেক্ষা অনেক সকালে সকালে পার্লেমেণ্টের বৈঠক আরম্ভ। আজিকে স্বদেশিক মন্ত্রী একটী বিল উপস্থিত করিবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

৭৷৷০টার সময় বচনবাগীশ চেয়ার গ্রহণ করিয়া বসিলেন। মেম্বরীগণের মধ্যে যিনি যাহা ও যে দিন যে মোশন ও প্রশ্ন করিবেন, তাহার নোটিস সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

ক্রমে অন্যান্য সামান্য সামান্য খুঁটিনুটি কাজ সকলও একে একে হইয়া গেল। তখন স্বদেশিক মন্ত্রী মহাশয়া বিল উপস্থিত করিতে উত্থান করিলেন।

স্বদেশিক মন্ত্রী মহাশয়া বিল উপস্থিত করিয়া বক্তৃতার আড়ম্বরে কহিতে লাগিলেন "সেই ঘোর বিশাল তিমিরময়ী রজনীতে যখন মূর্খেরা নানা বিভীষিকা দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইতে থাকে, তখন বিদ্বান ব্যক্তি দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে, চন্দ্রচতুষ্টয় পরিবৃত অশেষ শোভান্বিত বিশাল দেহ প্রকাণ্ড কাণ্ড বৃহস্পতিরূপ ভয়ানক ব্রহ্মাণ্ড ও অঙ্গুরীয়কএর পরিবৃত শোভার আকর শনৈশ্চর আদি অপার গ্রহনক্ষত্রসমন্বিত চন্দ্রমস্ ও দিবাকর রাত্র দিবা নিরন্তর প্রবর্ত্তন করিয়া ফিরিতেছে; উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল কল্লোলে কোলাহলময়ী মহার্ণব নানাবিধ অর্ণবযান বক্ষে করিয়া, বীচি আন্দোলনে চিচিকুচি রবে নানাদিকে ধাবমান হইয়া প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ ও ঔদার্য্যভাণ্ডার প্রকাশমান করিতেছে; (মন্ত্রীদিগের বেঞ্চ হইতে, আনন্দসূচক করতালি, চুড়ি ঝন্ ঝন্, এবং "বাহবা বাহবা, কি শব্দবিন্যাস, কি অনুপ্রাস, কেমন সাধুভাষা" ইত্যাদি প্রশংসাবাদ নিনাদিত হইতে লাগিল। বিপক্ষদল হইতে এক জন বলিয়া উঠিল—"ন্যাদ্যাক, পাঁচি, তোর সোমস্কৃত রেখে দে, সোজা কথায় বল্।")

স্বদেশিক মন্ত্রী বিপক্ষদিগের প্রতি সম্বোধন করিলেন—"আপনারা অস্থির হবেন না। ভদ্রমানুষীদের যেমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত, আমি তাহাই ব্যবহার করিতেছি—"।

১ কঃ মেঃ। ওলো ওর ভাতার সার্থক, ওকে ধর্ম্মনীতি পড়িইছিল।

২ কঃ মেঃ। মাইরি দিদি, তাইত। আমি আমার সোমস্কৃত খানা, বাড়ী ফেলে এইচি বলে বড় দুঃখ হচ্ছে ; সঙ্গে করে যদি আন্‌তাম।

যাহা হউক, মন্ত্রীমহাশয় এ সকল বিদ্রূপ গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি 'দমিয়া' দুরন্তশীলা দুর্জ্জয় গমনে' গোছ সদর্পে বলিতে লাগিলেন। "বচনবাগীশ মহাশয়! তাহার পর এই বলিতেছিলাম, তাহার পর দেখুন আমাদের ধুরন্ধরা এই বসুন্ধরা ইনিও মাধ্যাকর্ষণ যোগে চতুর্দ্দিকে ঘুর্ণায়মান হইতেছেন। সবাই ঘুরিতেছে, সবাই এই রকম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে পড়িতেছে ; কিন্তু কেবল স্থির আছে, আমাদের এই বচনাবর্ত্ত। কেবল স্থির নহে, আবার উন্নতির অশেষ সীমা সহিত স্থির। এ উন্নতির যে মূল কারণ লিবারলগণ, তাহাও বলা বাহুল্য।"

বক্তৃতা এই পর্য্যন্ত আসিলেই, হর্ষে লিবারল দল হইতে রুণু ঝুনু ধ্বনি এবং কন্সারবেটিব দল হইতে "পোড়ার মুখ, পোড়ার মুখ" রবে হাউস ধ্বনিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, শেষে তাহা লিবারলদলের ঝঁাকারে ডুবিয়া গেল।

মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা চলিতে লাগিল, "এখন কথা এই, উন্নতি আমাদের সকল রকমেই হইয়াছে ; কিন্তু উন্নতির মধ্যে একটা বড় অসভ্য সময়ের অনুন্নতির চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে (শুন—শুন—শুন) বলিবামাত্র সকলেই বুঝিতে পারিবেন অথবা বুঝিতে আর বাকিও কাহার নাই ; অর্থাৎ আমাদের এ ভগ্নীতন্ত্র রাজ্য, ভগ্নীলোকই জগতের ভূষণ, ভগ্নীলোকই সর্ব্বস্ব, ভগ্নীত্বই সর্ব্বপ্রধান, এমকি নিতান্ত বর্ব্বর হিন্দু যাহারা, তাহারাও ভগ্নীরূপিণী দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। বলিতে কি, এ পক্ষে তাহারা অসভ্য হইয়াও, আমাদের অপেক্ষা সভ্য (শুন—শুন)। আমরা ভগ্নীলোকের মাহাত্ম্য, প্রভুত্ব, উচ্চতা, মহত্ব, ইত্যাদি সকলিই অবগত আছি, অথচ আমরা কি জন্য যে ভ্রাতা জাতীয় নাম দিয়া ঈশ্বর বলিয়া ডাকিয়া থাকি এবং যাহাদের তাহাতে বিশ্বাস আছে, তাহারাই কি বলিয়া ভ্রাতাজাতীয় ঈশ্বর নামের উপাসনা করিয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। (লজ্জা—লজ্জা—লজ্জার কথা)। 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বরী' যদিও

মুলে সব ভূয়া, তথাপি যাহাদের কুসংস্কার আজি পর্য্যন্ত ঘুচে নাই, তাহাদের বিশ্বাসের জন্য অবশ্য একটা কিছু রাখার আবশ্যক বটে।"

একজন মেম্বরী "ওমা! মা কালীকে পূজা দিতে পাইনে, সেই ভয়েই বাচিনে। তার উপরে আবার পাঁচি এ বলে কি গা? আমার যে গা কাঁপে!"

চারি দিক হইতে "চুপ—চুপ, অসভ্যতা—অসভ্যতা"। বচনবাগীশও চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা, সুনিয়ম—সুনিয়ম।

মন্ত্রী। "আবশ্যক আছে বটে, তা বলে একটা পুংলিঙ্গান্ত শব্দ ভ্রাতা ভাবাপন্ন ঈশ্বর কেন? যদি একটা চাইই, তবে তাহাকে এমন উচ্চ করিয়া গঠন করারই আবশ্যক, যাহার আদর্শে সমস্ত বৃত্তিগুলির স্ফুরণ হইয়া, পূর্ণ ভগ্নীত্ব লাভ করিতে পারা যায়। নীচ ভাবাপন্নকে উপাসনা করিলে, ভগ্নী এবং মহাশয়াগণের প্রকৃতি নীচ হইয়া যাওয়াই সম্ভাবনা (মহা হর্ষধ্বনি)। অতএব যাহাতে ঈশ্বরনাম পৃথিবী হইতে লোপ হইয়া, কোন ভগ্নীত্বসূচক নামের প্রবর্ত্তনা হয়, তদর্থে আমি এই বিল হাউসে উপস্থিত করিতেছি। (আনন্দধ্বনি ও করতালি)।

প্রঃ মঃ। আমি হাউসে প্রস্তাব করি যে, বিসয়টি অতি গুরুতর, অতএব ইহা অদ্যাই ডুইবার পঠিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হাতে বিশেষ বিবেচনার জন্য অর্পিত হউক।

ইত্যবসরে একটা কথা। আমার পার্শ্বস্থ এক জন পরদানশিন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মন্ত্রীমহাশয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাত বেশ, তাহা কি উহাঁর নিজের রচনা?" ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "রচনা উহার নিজের বটে, আবার নিজেরও নহে। অসভ্য সময়ে যিনি উহাঁর পতি বা স্বামী ছিলেন এবং এখন যিনি উহাঁর প্রাইবেট সেক্রেটারী হইয়াছেন, উহা তাঁহারই রচনা; তবে আগেকার গভীর সাধুভাষাপূর্ণ পাণ্ডিত্যটুকু যাহা, তাহা উহাঁর নিজের। উনি বড় পণ্ডিতা, এমন কি 'ধর্ম্মনীতি' ও 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এ ডুখানি গ্রন্থও ইনি সমস্ত পড়িয়া ফেলিয়াছেন!"

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ার প্রস্তাবের উপর একজন কন্সারবেটিব মেম্বরী

আপত্তি করিয়া উঠিলেন। তাহাতে প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইল। ভোটে প্রধান মন্ত্রীরই জিত হইল। সুতরাং বিলটি দুইবার পাঠ হইয়া তাহার উপর ডিবেট আরম্ভ হইল। বিল পাঠের সময় জানিলাম, 'ঈশ্বর' নামের পরিবর্ত্তে "ভগ্নীপতি" নাম অবলম্বন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে! এক্ষণে ডিবেটের কথা বলি।

কন্সারবেটিব মেম্বরী রামমণি চঙ্গের বক্তৃতা।

খালে দোঁয়াড় পাতলেই আপনি এসে মাছ পড়ে। আমার বাবার (জিব-কাটিয়া) বলছিলাম কি, বাবা-নামওয়ালা ভাতার একটা ধেড়ে ছিল, সে আপনাপনি মাছ ধরে খেতো, বল্‌তি পার কোন দেবতায় তাকে মাছ দিতি আসত। আমি কেতাবে পড়িয়াছি, সে কালে বামুণ মিন্‌সেরা দেবতা বানিয়ে ঠইকে ঠইকে খেতো। এখনও মেলা বাম্‌নি মুন্ত্রী হয়েছে কিনা --।

কর্ণেল চণ্ডিমণি গাঙ্গুলি। আ মলো যা, চাঁড়াল হয়ে চাঁদে হাত বলে যে তাই। ফের বাম্‌নি বাম্‌নি কর্‌বি ত টের পাবি।

রামমণি। কেন গো ঠাকরুণ, কেন করবো না? চাঁড়াল আবার কি, মুইও মানুষ, তুমিও মানুষ। এক দেবতায় বানিয়েচে, তা আবার কি।

কঃ চ। আরে মলো যা, ছোট মুখে বড় কথা দেখ না!

রামমণি। হিল্লা, মোদের ত জাত উঠে গিয়েছে। এখন তুমি যা, মুইও তা। মিছে বাড়াবাড়ি করোনা বলছি ভাল। বাম্‌নি বলে এতক্ষণ রেয়াত করচি; আর রেয়াত কত্তি পারবো না।

কঃ চ। ফের বলছি তোকে, মুখ সামলে কথা কোস্।

রামমণি। কেন কব না মুখ সামলে কথা, বামনি বলে কি ডরাই নাকি? ওলো আমার আদাড়ী এখুনি ঝ্যাঁটা দিয়ে বিষ ঝেইড়ে দেব না।

কর্ণেলের আর বাক্য সরিল না। চোখে জল আসিল। "সবাই তাকিয়ে দেখে, পোড়া কপালিরে কেউ কিছু বলে না, আমি মুন্ত্রিগিরি করবো না," -এই কথা কয়টি বলিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। এমন

সময়ে মন্ত্রীদল হাঁ হাঁ করিয়া পড়িল। চঙ্গমহাশয়কে কাজেই সে দিনের মত ক্ষান্ত হইতে হইল।

কন্সারবেটিবদের তিতুমণি গুড়ে ডিবেট চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা,—"চঙ্গমহাশয়া যাহা বলেছেন, তাত সব—সেসব সত্তি কথা। দেবতা, ঈশ্বর, এ সকল আবার নাকি সত্তি হয়। আমাদের মিন্‌সে সেঁ দিন কি একখান কেতাব দেখে বলেছে, ও সব মিথ্যা কথা। মা মন্‌সা মা ষষ্টির পুজোর কথা কারুর মুখে একটিবার নাই, আর এ দেবতা সে দেবতার কথা, কেন গো? মাগো! তোমরা সব চেংড়া চেংড়ী, ছচল-বচলে পথ দেখ্‌তে পাওনা; অত তেজ থাকবে না। মা ষষ্টির পায় কুটি কুটি নমস্কার। মা আমার বাছা ফটিকে বাঁচিয়ে রেখো, তাদের সোনার দোয়াত কলম হক। জোড়া কলাছড়া দিয়ে পূজা দেব।"

মন্ত্রিমহলে মুখ তাকাতাকি ও হাসির হিল্লোল উঠিল। কতকগুলি লিবারল মেম্বরী এবং রাজস্বমন্ত্রী স্বয়ং, ইহারা কিন্তু ষষ্টির নামে জড়সড় হইতে ক্রটি করিলেন না। রাজস্বমন্ত্রী বরণ এমনও বলিলেন, "হ্যাদাক ছুঁড়িরে, তোদের গরম রক্ত; যা করিস তা করিস, কিন্তু মা ষষ্টির নামে একটু বুঝে সুঝে চলিস।" মিসেস্ মন্ত্রী দুই একজন তাহাতে একটু বিনত হইলেন; মিস্ মন্ত্রীদের মধ্যে হাসির তরঙ্গ আরও যেন দ্বিগুণ হইয়া উথলিয়া উঠিল।

মন্ত্রীবর্গের টিটিকারী দেখিয়া মিস সৌদামিনী বসু, বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। ইনিও একজন কন্সারবেটিব মেম্বরী। পূর্ব্বে বড় লিবারল ছিলেন; শেষে একটা দায়ের খাতিরে কন্সারবেটিবদের সঙ্গে মিশিয়াছেন। ইনি এক জন সর্ব্বগুণসমন্বিতা ও বড় পণ্ডিতা। কহিতে লাগিলেন।—"মহাশয়ারা যে কেন হাসিতেছেন, তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্ব দুই কন্সারবেটিব মেম্বরী মহাশয়ারা যে পাণ্ডিত্ব ও বহুদর্শিত্ব দেখাইয়াছেন, আমি যে তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক বলিতে পারিব তাহা নহে; তথাপি কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। জিজ্ঞাসা করি, দেবতা, ঈশ্বর, এ সকল কোথায় পাইলেন? গ্যানোর ফিজিক খুলিয়া দেখুন, তাহাতে দেখিতে পাইবেন, এ সৃষ্টি আপনি হইয়াছে। তাহার পর বার্জ্জিল, পিথাগোরাস, ককস্‌ফিল্ড, হার্ডার, ডাওনফল, ডগবেরী; মিল, স্পেনসার, এ সকলই

একে একে খুলিয়া দেখুন, কোথাওই ঈশ্বরের দেখা পাইবেন না; অতএব তেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে বিল উপস্থিত করায় ফল কি? ও নাম যত শীঘ্র লোপ হয়, তাহাই ভাল। কুসংস্কার যদি কাহারও থাকে তাহা দূর করাই উচিত, প্রশ্রয় দেওয়া কোনমতেই ভাল নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্র বিলোড়ন করিলে জানা যায় যে, আদিতে হাওয়া হইতে জল হইয়া (See Dartundonder en Likhorad) জল হইতে পৃথিবী হইয়াছে (See Guizot's History of Civilisation) তাহার পর তাহা হতে গাছ লতা পাতা জন্মায় (See Goethe's Wilkclen musters Apprenticeship), তাহার পর তাহা হতে (See Newtons effects and causes) জীবজন্তু হয় (See Bacon's Advancement of Learning); তাহা (See Blanford's Geography) হইতে (See Royal Reader No. 4) বানর (See Todhunter's Algebra) হয় (See Berna d smith) বানর হতে (See Shakespere's Hamlet) হয় (See Lethbridge's selections)। আরও অধিক কি বলিব, হিন্দুদের যে কেতাব বেদ, রমেশ দত্ত ভ্রাতা মহাশয় কর্ত্তৃক তাহার অনুবাদ দেখ, তাহাতেও ঈশ্বরের নামগন্ধ নাই। ঈশ্বর নামে কোন জীবেরই উল্লেখ তাহাতে পাওয়া যায় না। ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলনেও দেখা যায় যে, পৃথিবীর নানা স্তরে নানাবিধ জীবের ফসিল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে ঈশ্বর নামক জীবের ফসিল একটাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব সকল রকমেই দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর নাই। এজন্য আমি প্রস্তাব করি যে, এ বিলখানি উঠাইয়া লওয়া হউক।

লিবারেল মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। একজন বলিল, "দাঁড়া আমি জবাব দিচ্ছি।" আর একজন বলিল, "তুই রোস আমি দিই," আর একজন "তুই থাক্ দিদী আমি বলি;" আর একজন "মর ছুঁড়ি তোরা কি জানিস্, তোরা থাক্ আমিই উঠাই';" আর একজন বলিল, "মাইরি ভাই, আমার মুখ যেন চুলবুল করছে, তোরা যদি একটু থামিস ত আমি বলি।" এইরূপে মহাগোল হইতে লাগিল; এমন কি বচনবাগীশের পক্ষে তাহা থামান দায় হইয়া উঠিল। যাহা হউক, শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, পণ্ডিতার উত্তর একজন পণ্ডিতাই দিবে। উত্তর দিবার জন্য

যে গ্রাডুয়েট পণ্ডিতা হইলেন, তিনি বড় বুদ্ধিমতি, তাঁহার উপাধি শাস্ত্রী; লোকে এখনও বলে যে, ইনি পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে অনেক প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

লিবারল মেম্বরী শাস্ত্রীজী বলিতে লাগিলেন। "কন্সারবেটিব মেম্বরীরা যাহা বলিয়াছেন, মূলেই তাহা অগ্রাহ্য। আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর নাম যে এজগতে নাই বা ও নাম কিছুই নহে, একথা ঠিক নহে, কারণ দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলিয়া একজন গণ্য মান্য ভ্রাতা আজিও বর্ত্তমান আছেন। তাহার পর চারুপাঠ নামক মহাগ্রন্থে অনুসন্ধান করিলে, তাহাতে ঈশ্বর নামের অস্তিত্ব দেখা যায় এবং বোধোদয়েতেও ঈশ্বর নামের উল্লেখ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। অধ্যাপক ওয়েবার এবং লাসেন বলিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের অনেক গ্রন্থেই ঈশ্বর উপাসনার কথা আছে। এখন ঈশ্বর উপাসনা বলিলে; ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বহুব্রীহি সমাস হইল অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা। তাহার পর তাহাতে লাজিকের সিলোজিজম খাটান যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের উপাসনা অথবা উপাসনার ঈশ্বর বলিলা যেমন করিয়া উল্টাও পাল্টাও, তাহাতেই প্রতীত হইবে যে, যেখানে উপাসনা সেখানেই ঈশ্বর; অতএব উপাসনা যখন রহিয়াছে, তখন যে ঈশ্বরও হিন্দুদিগের গ্রন্থে ছিল, তাহা আর বলিবার আবশ্যক রাখে না। অধ্যাপক মক্ষমূলর এবং গোল্ড-ষ্টুকর ও মনিয়র উলিয়মসও এমত সমর্থন করেন। বিশেষত মক্ষমূলরের সংস্কৃত ব্যাকরণে যখন ঈশ্বর শব্দের পদ সাধন করা রহিয়াছে; তখন স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, মক্ষমূলরের ন্যায় পণ্ডিতও ঈশ্বর নামের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বন্ধু মহাশয়া অনেকগুলি পণ্ডিতের নাম করিয়াছেন, আমি তত গুলিন কেতাবের উপর বরাত দিয়া কষ্ট দিতে চাহিনা; কেবলমাত্র থ্যাকার কোম্পানির ক্যাটালগের লিষ্টসক্ত কেতাব কয়খানি দেখিতে অনুরোধ করি; দেখিবেন যে সে সকলেতেই ঈশ্বর নামের উল্লেখ আছে (মন্ত্রীবর্গের বেঞ্চ হইতে সচুড়িঝঞ্ঝন করতালি ধ্বনি)। তাহার পর মার্টেল, ডেনিস মণি, হেনিসি, একসা, ইত্যাদি মহা মহা পণ্ডিতবর্গও ঈশ্বর নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অতএব ঈশ্বর যে আছেন, তাহা

নিঃসন্দেহরূপেই প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু এখন কথা হইতেছে যে, ঈশ্বর যদি আছেন, তবে কতদিন হতে আছেন। এ বিষয়ের তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যখন বোধোদয় ও চারুপাঠ আদি গ্রন্থে ঈশ্বরের নাম দেখা যাইতেছে, তখন সেই সকল গ্রন্থের উৎপত্তি সময়ে যে ঈশ্বর ছিলেন, তাহাতেত আর সন্দেহ মাত্র নাই। যাহাহউক, এক্ষণে সে সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থকলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক, পুরাতন প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের সময়ে ঈশ্বর ছিলেন না, এতদর্থে দত্ত ভ্রাতার ঋগ্বেদের তর্জ্জমাই প্রকাট্য প্রমাণ। তদনন্তরে ভট্ট পণ্ডিত মক্ষমুলর বলেন যে, বৈদিককাল হইতে পাণিনির সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে লেখা পড়ার নামটিও ছিলনা। সুতরাং যেখানে লেখা পড়া ছিলনা, সেখানে যে ঈশ্বরও ছিল না, তাহা একরূপ স্বতসিদ্ধ ঠিক বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। গ্রীকদিগের গ্রন্থে মিগাস্থিনিসে উল্লেখ আছে যে, হিন্দুরা কি একটা জিনিসের পূজা করিত, চীন দেশের ভ্রমণকারী কাহিয়ান ও হিউন্থসাঙও তথাবিধ উক্তি করিয়া থাকেন। কাজেই বলিতে হয় যে, মিগাস্থিনিসের সময় হইতে হিউন্থসাঙের সময় পর্য্যন্ত, ঈশ্বর তখনও স্পষ্টরূপে হয় নাই; তখন কেবল তাহার ছাঁচ বাঁধিয়াছে মাত্র। অক্ষয়-কুমার দত্ত নামক ভ্রাতার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, ষড়দর্শন এবং পুরাণাদি ইহারা সকলেই নাস্তিক ছিল। (গুন গুন এবং কন্সারবেটিবদল হইতে আনন্দরোলও করতালি ধ্বনি) কথাটা একটু বিরোধী হইতেছে বটে, কিন্তু বোধ হয় অক্ষয় দত্ত ভ্রাতার কথাটী তলাইয়া বুঝিতে একটু ভ্রম হইয়াছিল, কারণ যাহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলে, সে সাংখ্যদর্শনেও পুরুষ বলিয়া কি একটা জিনিষের উল্লেখ দেখা যায়। সেটা পুরা ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের ছাঁচ বাধা না হইলেও, একেবারে যে তাহা কিছুই নয়, সে কথা বলিতে পারা যায় না। ফলত সকল দিক বিবেচনা করিলে, আমার মতে 'পুরুষ' শব্দটা আর কিছুই নহে, উহা ঈশ্বর হইবার পূর্ব্বাহ্নিক যে ছাঁচ বাঁধার কথা বলিয়াছি, তাহারই একটা নামান্তর মাত্র। ফলত, তাহা হইলে এটাও ছাঁচ মাত্র, পুরা ঈশ্বর নহে। অতএব পুরাণাদির সময়েও পুরা ও সার্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ঈশ-

রের দেখা পাওয়া যায় না, বলিতে হইতেছে। তদনন্তর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আসিলে, রামমোহন রায় ভ্রাতাকে কিন্তু স্পষ্ট ঈশ্বর শব্দের উল্লেখ করিতে দেখা যায়, অতএব উক্ত ভ্রাতার আমল হতে যে ঈশ্বর পূরাপূরি হইয়াছেন, সে পক্ষে আর কিছু মাত্র সন্দেহ রহিতেছে না। (লিবারল মহলে চুড়ি ও করতালি ধ্বনি) বাপ! তাহাও কি কম পুরাতন? অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর একটা নূতন জিনিস নহে, উহা সর্ব্বপ্রকারে একটা অতি পুরাতন জিনিসই বটে। সুতরাং সমাজে যাহারা এখনও কুসংস্কারাপন্ন আছে, তাহাদিগকে মঙ্গলে রাখার জন্য ঈশ্বরকে এখনও বজায় করিয়া রাখার বিশেষ কোন দোষের বিষয় হইতেছে না। (শুনশুন) যেহেতু দশের জন্য অনেক কুকর্ম্ম যাহা, তাহাও করিতে হয়। তবে একথা সত্য বটে যে, ঈশ্বর নামটা অসভ্যদের; এবং আমাদেব এ ভগ্নীপ্রধান রাজ্যে সে নাম বজায় রাখাও অতি লজ্জার কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবকারিণী মেম্বরী বলিয়াছেন যে, নামটা "ভগ্নিপতি" হওয়া উচিত; কিন্তু এ নাম কতদূব যোগ্য, তাহা হাউসের দ্বারা বিচারিতব্য। (লিবারল দলের ঘোর কোলাহল ও আনন্দধ্বনির মধ্যে উপবেশন।)

লিবারল মেম্বরী রাইমণি দত্ত উঠিয়া বলিলেন, "ভগ্নীপতি নামটায় আমার একটু আপত্তি আছে। তাহার কারণ পতি শব্দ থাকায়, যে অসভ্যতা আমরা তাড়াইতে যাইতেছি, তাহাই যেন ধরিয়া ফিরিয়া ও জড়াইয়া কাঁটালের আঠার মত লাগিয়া যাইতেছে।"

লিঃ মেঃ কামিনী ভট্টাচার্য্য, "পতি শব্দ থাকার একটু দরকাব, কারণ ভ্রাতাগণ নিয়েওত আমাদের কতকটা ঘর করিতে হয়। তাহাদের মনস্তুষ্টিটে একটু একটু করা ভাল। তাহারা বিদ্রোহী হইলেওত ক্ষতি আছে।

রাইমণি দত্ত। সে কথাই নহে। যখন নির্ব্বোধের প্রবোধের জন্যই ঈশ্বর, তখন তাহা যত দূর আদর্শ পদার্থ স্বরূপ হইতে পারে, তাহাই করা উচিত; এবং তাহা কেবল আগাগোড়া একমাত্র স্ত্রীলিঙ্গাত্মক নামের দ্বারাই হইতে পারে।

অতঃপর কি নাম রাখা হইবে, তাহাত লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উঠিল।

শেষে স্থির হইল যে, ভগ্নীপতি অর্থবোধক চাই; যেহেতু ইহাতে ভ্রাতাগণের কতক মনস্তুষ্টি সাধন করা হইবে; আর ঈশ্বরেরও আদর্শত্ব ও উচ্চত্ব সর্ব্বপ্রকারে বুঝাইবে, কারণ পৃথিবীর সার স্বরূপ ভগ্নীদের উপরও কর্তৃত্ব করেন বলিলে, সকল জীব ও সকল সৃষ্টির উপরও যে তাহার কর্তৃত্ব, তদ্দ্বারা তাহা আপন্ হইতেই সূচিত হয়। সুতরাং অসভ্যেরা যে অর্থে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, ভগ্নীপতি শব্দে সে অর্থ সমস্তই সুরক্ষিত হইল অথচ হাউসের যাহা অভিপ্রায়, তাহাও সুসিদ্ধ হইল। কিন্তু এখন সমস্যা এই যে, ভগ্নীপতি অর্থবোধক নামটাও থাকিবে, অথচ তাহাকে স্ত্রীলিঙ্গাত্মক করা যায় কি করিয়া। শেষে অনেক বিবেচনা ও অনেক তর্কের পর স্থির হইল যে, যদি 'ভগ্নীপতি' করা যায়, তাহা হইলেও অর্থের ঠিক থাকে না। সুতরাং খালি ভগ্নীপতি শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গাত্মক করিলে যে চলিবে না, তাহা একরূপ স্থির। এখন উপায় কি? উপায় আছে। ভগ্নীপতির চলিত ভাষায় আর একটি প্রতিশব্দ আছে, তাহা অতি কোমলও বটে, মধুরও বটে, অথচ অর্থে কোন খাটি পড়ে না, যথা 'বোনাই'। তাহার পর আরও সুবিধা এই যে, ভগ্নীপতিকে স্ত্রীলিঙ্গাত্মক করিলে যেমন অর্থের গোল পড়ে, ইহাতে সে সব গোল কিছুই নাই; যেহেতু অর্থকে অর্থ বজায় রাখিয়া বোনাইকে স্বচ্ছন্দে স্ত্রীলিঙ্গাত্মক করিয়া লওয়া যাইতে পারে, যথা—'বোনাইনী'। বলা বাহুল্য যে, ইহা সকলেরই একবাক্যে পছন্দ হইল। তখন ঠিক হইল যে, এখন হইতে ঈশ্বর নাম এবালিস হইয়া ও বদলিয়া গিয়া 'বোনাইনী' হইল। অতঃপর আর যেন কেহ ঈশ্বর বলিয়া না ডাকেন। যে কেহ 'বোনাইনী' না বলিবেন, অতঃপর তাহার শাস্তি হইবে। শাস্তিও গুরুতর,—দাম্পত্যদণ্ডবিধিতে তাহা নিরূপিত থাকিবে।

অতঃপর বিলখানি ভোটে দেওয়া হইল। মন্ত্রীপক্ষের মহা আনন্দ-কল্লোলের মধ্যে, দ্বিতীয় পাঠের জয় হইবায়, বিল সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হইল। আজিকার মত বৈঠক ভাঙ্গিল।

চতুর্থ বৈঠক।

অদ্যকার পার্লেমেণ্ট সকালে সকালেই বসিয়াছে। কিন্তু অগ্রে সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট দিই।

সিলেক্ট কমিটী।

ঈশ্বরের উপাসনা ও নাম পরিবর্ত্তন বিষয়ক বিলের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা হইবে। অতি সঙ্গোপনে আমি এ রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া, সাধারণে অর্পণ করিতেছি।

১ম মেম্বরী। মাইরি ভাই, আমার এ মেম্বরীগিরি আর ভাল লাগে না।

২য় মে। কেন লা, কার জন্যে মন পুড়ে উদাস হলো?

১ম মে। না ভাই রাতে কোথায় বিশ্রাম করবো, ঘুমবো, না মেম্বরীগিরি কর। সত্তি বলছি দিদি, আমার হাউসে আস্তে হলেই যেন গা কেমন করে। গায়ে যেন জ্বর আসে।

২য়। কেমন লা, সে রাঁধে বাড়ে ত?

৩য়। হ্যাদ্যাক বোন বলব কি, মজার কথা শোন; রাঁধাবাড়ার কথায় মনে পল্লো। আমার সে মিন্‌সে থাকে থাকে, একবার একবার করে কেমন তার মন পুড়ে উঠে। তার ইচ্ছে, আবার আমাকে আগেকার মত ঘরে পুরে রাখে, আর রাঁধিয়ে বাড়িয়ে নেয়।

২য় মেঃ। আ মলো যা; তা তুই কি বলিস্?

৪র্থ মে। আমার মত কর্ত্তে পারিস নে। আমি ভাই সে দিন আর একজন প্রাইবেট সেক্রেটারী রাখলাম, ওমা তা দেখে, বলবো কি হাসবার কথা, আমার আগেকার তিনি চড়াও কত! ক্রমে দেখি যে বেগতিক। শেষে আমার আরদালি ঝিকে ডেকে বল্লাম, বলি ওটাকে বার করে দেত, আর বলে দে যে, আমি ওকে ডিসমিস্ করলাম। হ্যা ভাই, আমরা হলাম মেম্বরী, আমাদের কি একজন সেক্রেটারীতে চলে?

৬ষ্ঠ মেঃ। না ভাই সেক্রেটারী বল, আর গৃহপতি ভ্রাতাই বল, আমার লোকটি কিন্তু ভাই বড় ভাল। দিব্বি রাঁধে বাড়ে, কার্পেট বুনে, যখন যা বলি তাই শুনে, কোনও দিকে একটি বার তাকায় না, মুখে কথাটি নেই!

১ম মেঃ। তোরা ভাই যেন কি? হাজার হোক তবু স্বামীত, তাকে নিয়ে এত ছক্কুড়া নক্ড়া করা কি ভাল দেখায়? সত্তি ভাই, তোদের পরকালে হবে কি?

প্রথমা মেম্বরীর এই কথায় সকলে বিদ্রূপাত্মক হাসিতে, হো হো করিয়া হাসিয়াই অজ্ঞান। ষষ্ঠ মেম্বরী তাহার উত্তরে বলিতে লাগিলেন।

৬ষ্ঠ মে। তোরত দেখি লা বড় ব্যাখ্যা, কিন্তু তা যেন হলো, তাহলে ভ্রাতাগুলির সদ্গতি এবং উন্নতি হবে কি সে? আমাদের সেবা কর্ব্বে, কথা শুনবে, যা বলি তাই কর্ব্বে, যেমন চালাই তেমনি চলিবে, তবে না তাহাদের সংশিক্ষা হবে, না তাহাদের উন্নতি হয়ে তারা মনুষ্যগতিকে যেতে পারিবে। বিধাতা যখন তাদিগে আমাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন, তখন কাজেইত যাতে তাদের ইহকাল পরকালে উন্নতি হয়, আমাদের তা করা উচিত। এত ছক্ড়া নক্ড়া নয়, এত তাদের পরম ভাগ্যি যে আমরা এরূপ করি।

৭ম মে। হাদ্যাক ভাই ও ত হলো। আবার ওরই মধ্যে দুএকটা মিনসের বাপ মা আছে দেখিছিস্। মা মাগীগুলোত অসভ্যের একশেষ, বাপ মিন্সেরাও তথৈবচ। বলবো কি ভাই, আমার মিন্সে যখন তার, এই সাধের বাপ মা নিয়ে আঁকুবাঁকু করে, তখন তা দেখলে, মাইরি বলছি, ভাই আমি আর হাঁসি চেপে রাখতে পারিনে।

২য় মে। ও দুঃখের কথা আর বলিস্ কেন ভাই! আমার সেটারও একটা বাপ মা ছিল। আমি শেষে জ্বালাতন হয়ে হয়ে, সে দুটাকে বার করে দিয়ে, তবে বোন নিস্তার পাই। মাগী শুনতে পাই নাকি কোথায় এখন আরদালি-গিরি করে। মিন্সেটা নেহাত বুড়ো অকেজো, মাগি তাকে এনে এনে খাওয়ায়।

৮ম মেঃ। তুইত ভাই কেবল মাগী মিন্সেকে দূর করে দিইছিস; আমি দিইচি "ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জন।" মাগী মিন্সের ত সে দিবেরাত্রি ষ্টেরিও-টাইপ ঘ্যানোর ঘ্যোনোর ছিলই; তারপর আমার সাধের ভাতারটি ২০ টাকা নোজকার করতেন। আমি এক দিন অথদ্দেটাকে বল্লাম, বলি কেমন চাকরি কচ্ছিস্, একছড়া পাঁচলল আনিস্ দেখি। মুরোদ হলো না, বাড়ার ভাগ তার বাপ মার কোপ কোপানী দেখে কে!

৭ম মেঃ। তা তুই কি কর্‌লি?

৮ম মেঃ। আমি আবার কর্‌বো কি, একে একে তলব করে বল্লাম, বলি বাবাজান সব দূরীভব! তা আবার বাড়ী ছেড়ে যেতে চায় না, সহজে কি যায়! বলে কি, আমাদের বাড়ী।

৭ম মেঃ। তখনও বুঝি সেই সাবেক কাল তার মনে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছিল?

৮ম মে। তা নয়ত কি? আমিও তেমনি, শেষে পুলিস দিয়ে বিদেয়। হাঁ ভাই, তা বল দেখি একি সহা যায়? এই সভ্যকাল, আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই সমান মানুষ, তা কেন আমরা একজনের ফাঁদে পড়ে থেকে নিজের সুখের পথে কাঁটা দেব?

৭ম। তা বটেইত, বিশেষ পপুলেসনের থিওরী হচ্ছে যে, যারা অকর্ম্মা এবং আপন স্বামিনীকে গহনা কাপড় দেওয়া ও মন যোগানর মাত্রা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন কবিতে না পারে, তাহাবা সমাজের উপর গলগ্রহ। তাহারা যত শীঘ্র দূরীভব,—দূরীভব ত ভাল কথা—যতশীঘ্র নিপাত হয়, ততই ভাল।

৯ম মেঃ। তা ভাই ঠিক কথা! আমিও ভাই বড় জ্বল্‌ছি, আমিও তাই কর্‌ব, কিন্তু ভাই যদি বিদ্রোহী হয়?

৭ম মেঃ। হেল্লা (তুড়ি দেওন) বিদ্রোহী হবে? আমাদের চরণ না হলে কি একদণ্ড বাঁচে? সাধের গোরাচাঁদেরা তায় ভালো?

৮ম মেঃ। আর না হয় যেন ধর্‌লাম, হলো; তা যদিই হয়, মান-ডিপার্টমেণ্ট আছে, দাম্পত্য-ডিপার্টমেণ্ট আছে, যেখানে ইচ্ছে হয়, এক জায়গায় খবর দিলেই গোল চুকে গেল। বেশী গুরুতর হয়, ফিল্ডমার্সাল আছে। যতদিন আমাদের এ ফিল্ডমার্সাল আছে, ততদিন আমাদের ও সব আশঙ্কা নাই। আব বিদ্রোহী হয়েই বা কি কর্ব্বে, তারা আপন বিষে আপনি জ্বরে আছে, আপন গুণে আপনি মরে আছে; তাদের কি আর মাথা তুলবের যো আছে রে! মুষ্টিযোগেই কাজ কাবার, ওষুদ বড় একটা দরকার হয না! একটা সামান্য মুষ্টিযোগ না হয় বলে দিই শোন্, একটূ উসখুষ কবে, এক ফোঁটা নয়নবারি; একটূ গোলযোগ করে, এক ফোঁটা মান; অমনি দেখ্‌বি সাপের মাথায় ইস্‌মূল পড়বে, কেন্নোর

মাথায় ঠোকা পড়বে, জোঁকের মুখে নুন, অমনি দেখ্‌বি খুন হয়ে এসে পায়ে পড়বে।

৭ম মেঃ। আরও একটা ভাই মজা আছে; যদি একটু মাথা তুল্‌লো, আর অমনি বল দেখি, 'ছি ভ্রাতা হয়ে অসভ্যপণা কর কেন?' অমনি দেখ্‌বে সব চুপ, যে কে সেই হয়েছে, সেই খুন আর নয়, হাজার হোক, নিজে অসভ্য কি না, তাই অসভ্য নামের আতঙ্কে খুন হয়।

৬ষ্ঠ মেঃ। আরও এক ওষুদ আছে দিদী। যদি বল্‌লে, 'ছি তোমার বড় কুরুচি,' আর ওম্‌নি কথাটী নেই।

৮ম মেঃ। হাঁদে কথা; তোর ভাই কুরুচি সুরুচি শুনে আমার একটা কথা মনে পড়লো। অক্ষন্দে মিন্‌সেগুলা যেমন 'কুরুচি কুরুচি' 'সুরুচি সুরুচি' করে হাঁপিয়ে মরে, তেমনি একটা কাজ কর্‌লে হয় না?

'কি কাজ? কি কাজ' বলে অনেকেই গলা বাড়াইয়া উর্দ্ধকর্ণ হইলেন।

৮ম মেঃ। বল্‌ছিলাম কি, বলি ইংরেজের মেমেরা নাকে আঙ্গুল কাণে আঙ্গুল,—এ সব দেখলে, অমনি অশ্লীলপণা ও কুরুচি দৃষ্টে আতঙ্কে খুন হয় ও লজ্জার ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়। আমাদেরও সে রকম কল্লে হয় না? বাড়ার ভাগ, মুখে হাতে দেওয়া পর্য্যন্ত তার সামিল করে নিয়ে, মুখে হাত দিতে দেখ আর মূর্চ্ছা যাও। দেখা যাক্‌, তাতে কি করে!

৬ষ্ঠ মেঃ। তার পর খাওয়ার উপায়? ডাইন হাতের কাজ?

৮ম মেঃ। কেন ডাক্তারেরা, শুনিছি, কাহারও কোন বিশেষ-অসুখ করিলে তাকে পিছকারী দিয়ে আরাম করে; এও তেমনি পিছকারী দিয়ে খাওয়ান যাবে। মাইরী দিদী, আমার বড় সাধ যায় যে, মিন্‌সেগুলোকে পিছকারী দিয়ে খাওয়াতে দেখি। হা করে চিৎ হয়ে আছে, আর একজন ভাতে জলে পিচকারী দিয়ে মুখে পুরে পুরে দিচ্ছে, কি তামাসা!

অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে; "না ভাই সে কি কথা, আমরা ত তেমন করে খেতে পারবো না।"

৮মমেঃ। আ মরণ আর কি, যেন আমাদেরই জন্য বল্‌ছি কি না? আমি বল্‌ছি যে, কেবল ভ্রাতাগুলোর জন্য এনিয়ম। আর আমরা যখন খাব, তখন সে অসভ্য গুলোকে সুমুখে আসতে না দিলেই হলো, তারপর যা খুসি তাই করো।

সকলে মিলিয়া " তবে ভাল তবে ভাল।" শেষে স্থির হইল যে, ইহার জন্য একটা বিল হাউসে শীঘ্রই উপস্থিত করিতে হইবে। অতঃপর সিলেক্ট কমিটীর কার্য্য এই পর্য্যন্ত হইলে, একজন মেম্বরী ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মহাশয়াগণ কেবল বাজে কথায় সময় কাটাইলেন, কিন্তু যে বিলের উপর বিশেষ বিবেচনা করবার জন্য সিলেক্টকমিটী, তাহার ত কিছুই করা হইল না।"

৮ম মেঃ। তুই রাখ মেনে, তুই আর ধিঙ্গীগিরী করিস্‌নে। মুখ দেখলে কান্না পায়। ধিঙ্গীগিরী করতে হয়, বাইরে করিস্, ঘরে কেন না? একটু হাঁস দেখি, মুখে যেন নুনের নৌকা ডুবেই আছে।

২য় মেঃ। না সত্তি দিদী, বিলটের ত একটা কিছু কর্ত্তে হলে, খালি গল্প ক্‌রে কাটালে ত আর চল্‌বে না, অনেক্ক্ষণ হয়ে গেলো।

তখন দু তিন জন একত্র হইয়া—"তা ভাই আমরা কি করবো, দশজনে যা কর্‌ছে, তাতে কি আমাদের হাত দেওয়া ভাল। কথায় বলে, 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নেই লাজ' ও ভাই যা আছে তাই থাক, আমাদের অত গোলে কাজ কি, বিশেষ দেবতা নিয়ে কথা।"

শেষে স্থির হইল যে, যা আছে তাই থাক। উহারই মধ্যে কেবল একজন পণ্ডিতা মেম্বরী (যিনি পাণ্ডিত্বে উত্তরপাড়া-হিতকরী সভা হতে পুরস্কার পাইয়াছিলেন) দেখিলেন যে, নেহাতপক্ষে কিছু নূতন করিয়া না দিলে ভাল দেখায় না। তাই বিলের মাঝে মাঝে দু একটা শব্দ বদলাইয়া দিলেন, যথা— বৃক্ষ স্থলে 'তরু,' সূর্য্য স্থলে 'তপন' ইত্যাদি।

বিল সিলেক্ট কমিটাতে পাস হইয়া গেল।

হাউসের কার্য্যবিবরণ।

প্রেসিডেন্ট মহাশয়ার পুর্ব্ববর্ণিত দারুণ দুর্ঘটন-ঘটনার সূত্রে, আজকার হাউসে একটী বিল উপস্থিত করার প্রসঙ্গ উঠিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রসবকার্য্যটা একা ভগ্নী-লোকের উপর পড়িয়া থাকে কি জন্য? অসভ্য সময়ে অর্থাৎ যখন ভ্রাতাজাতির প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন যা হইয়াছে, তা হইয়াছে, কিন্তু এখন এ সুসভ্য রাজত্বে এ কাজটী ভ্রাতাদের জিম্মা, অন্তত ভ্রাতাভগ্নির মধ্যে ভাগাভাগিটেও করিয়া দেওয়া উচিত। বিশেষ, যখন দেখা যাইতেছে

যে, যাহারা শাস্ত্র মানে, তাহাদের নিকটেও এটা অশাস্ত্রসিদ্ধ নহে। যাহার-পর-নাই পণ্ডিতপ্রবরা মিসেস্ মহিষী ন্যায়রত্ন ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, প্রসবের কার্য্য, ভ্রাতা দিয়াও হইতে পারে, বিশেষ ইহা প্রবর্ত্তিত করিলে, ভ্রাতা জাতি তজ্জন্য ভগ্নীসমাজে চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিবে। কিন্তু সেই বোইনী অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট আগে এ বিষয়ের দরখাস্ত করা উচিত। সুতরাং বোনাইনী ওরফে ঈশ্বরের কাছে মিমোরিয়াল প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত কমিটী নিযুক্ত করা হইল।

চেয়ার ভগ্নী।

মহারাণী যষ্ঠী ঠাকরুণ। (১)

মেম্বরীগণ।

কাপ্তেন সুরেন্দ্র বিনোদিনী দ্বন্দোপাধ্যায়। (২)

বৃদ্ধা মিস্ সেলামজী জোড়হাতজী খানসামা। (৩)

রাণী হরেন্দ্র কামিনী। (৪)

---

(১) ওরফে যষ্ঠী বুড়ি। যেমন হুলির রাজা, গোষ্ঠ বেহারের রাণী, ইহার মহারাণী খেতাবও সেই জাতীয়। ইহার আর একটি খেতাব 'কেসো-ছাই'। তাল বুঝিয়া খুক্ খুক্ করেন বলিয়া খেতাব কেসো, এবং পাড়ার মধ্যে কাহার কাহার হিসাবে ওঁছাটে বলিয়া খেতাব ছাই, তাই এ দুই এক করিয়া খেতাব কেসো-ছাই। এখন পূরা নাম ও পূরা খেতাব মহারাণী যষ্ঠী ঠাকরুণ কেসোছাই ওর্‌ফে যষ্ঠী বুড়ী।

(২) ইহার সম্বন্ধে একটা ছড়া আছে,

কিল খায় পিছু হাঁটে
ঘন ডাক মালসাটে। } তাই খেতাব দ্বন্দোপাধ্যায়।

(৩) ইনি ছিলেন পার্সি, কিন্তু এখন সাসি;—দুয়ারের প্রতিরূপ বটে, কিন্তু দুয়ার নহেন।

(৪) ইতর লোক আশুকে রাসু বলে, উমেশকে রুমেশ বলে, হিসাবে ইনি আনির বিকৃতিতে রাণী। আদত আনি খেতাব; ইহাতে মনুষ্যত্বের ভাগ আনা মাত্র বলিয়া।, ষোল আনার এক আনা!

মিসেস্ রাজি মিত্র রায় বাহাদুরনী।
মিস্ আনন্দমোহিনী পশু। (৫)
মিসেস্ জয়মণি ঠুকোপাধ্যায়। (৬)
আবদুন্নিসা লুত্‌ফা বেগম (৭)
মিস্ ক্ষুদিরাম।
মেজর অঙ্গে মঞ্জরী মুখোপাধ্যায়।
জেনারল জয়মণি।
মিসেস্ পণ্ডিতা মহিসী ন্যায়রত্ন। (৮)

---

(৫) রক্ষকের সহ সত্বাবিকারের জন্য ইনি অনেক সভা সাম্পি করেন; সভা গোটা ভারত লইয়া। বক্তৃতার চোটে রক্ষক বেচারী হারি মানিয়া সত্বভাগে রাজি হয়। কিন্তু তথন অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, সত্বের মধ্যে তাহার নাম মাত্র পুঁজি এবং নামটি?—পশুপতি। তেজস্বিনী আনন্দ মোহিনী ঐ নামই আধা বথরা করিয়া লইয়া অর্দ্ধেক সত্বাবিকার করিলেন; তাই তিনি হইলেন পশু, আর আর রক্ষক রহিলেন পতি। বলা বাহুল্য যে, রক্ষকের ঘরে দরে হাঁটুজল।

(৬) প্রতিবেশীকে তাহার বোচকা বুঁচকি এমন কি সামান্য হাঁড়ি কলসির ভারে ভারভূত দেখিলেও, তাহা নিজে গ্রহণ করিয়া, তাহার ভার লাঘবরূপ পরোপকার ব্রত পালন করিতেন। কিন্তু হায়! সতের বিপদ পায় পায়, সৎকার্য্যের নানা শত্রু! ইহার গৃহপতি বা সহধর্ম্মীটিই একবার প্রতিবন্ধক হইবার উপক্রম করিল। কিন্তু পরোপকারক বার তাহা কি সহিতে পারেন! তিনি, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, সহধর্ম্মীটিকে ছয় মাস সশ্রম ঠুকিয়া দিলেন। সেই হইতে যে তাব হইল ঠুকোপাধ্যায়।

(৭) ইনি লখনৌ সহরের পেষ্টবোর্ড বেগম।

(৮) যে ভবানী ঠাকুররূপ, তার্থে বঙ্কিম বাবুর প্রফুল্ল মুখার বিদ্যা উপার্জ্জন, মহিষী ন্যায়রত্নও সেখানে বিদ্যালাভে পণ্ডিতা হয়েন ও উপাধি পারেন। ইনি এমনি অসাধারণ পণ্ডিতা যে, ইহার কাছে উত্তম, মধ্যম, অধম, যেমন ব্যবস্থা, যেমন প্রশংসা পত্র চাহিবে, তাহাই পাইবে।

মিস্ দুর্গামণি হালা। (৯)

ইহারা বচন খরচ ও মিমোরিয়াল, বিশেষ সসেলাম মিমোরিয়াল লিখনে বড় পটু। তাই বাছিয়া বাছিয়া ইহাদের সিলেক্ট করা হইল। ইহারা যেরূপ দক্ষ, সৎসাহসী ও মিমোরিয়াল লিখনে পটু; তাহাতে আমাদের স্বদেশে হইলে, নিঃসন্দেহ লোকে ইহাদিগকে শাঁখা শাড়ি সিঁদুর দিয়া এয়ো করিয়া ইহাদিগের যথোচিত সমাদর প্রদান করিত। আমি সামান্য প্রাণ আমি একা আর কি করিব?—একটি কড়ির পেতে ও এক এক থান সিঁদুর মাত্র ইহাদিগকে নজর দিয়া মনের পূরা ভক্তি প্রকাশ করি, এই বাঞ্ছা আমার সতত।

মূর্খ বেতাল এ রাজ্যের কথা যদি ঘুনাক্ষরে জানিতে পারিত, তাহা হইলে আর এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে, ওর মুণ্ড তার ঘাড়ে বসাইয়া, বিক্রমাদিত্যকে ঠকাইবার চেষ্টা করিতে সাহস পাইত না।

পঞ্চম বৈঠক।

অদ্যকার বৈঠকে প্রথমত মন্ত্রীবর্গ লইয়া কতকগুলি প্রশ্নোত্তর আছে।

১ম কঃ মেঃ। কতকগুলি ভ্রাতা ন্যাসনাল কন্‌গ্রেস করিয়া, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আলাহিদা করিবার জন্য যে মিমোরিয়াল দিয়াছিল, সে বিষয়ে মন্ত্রী সভা কি নিষ্পত্তি করিলেন।

স্বদেশিক মন্ত্রী। এ বিষয় এখন বিবেচনাধীন। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মন্ত্রী শব্দের ইতর ভাষা দেওয়ান ও সেনাপতি শব্দের ইতর ভাষা ফৌজদার। স্ত্রীলিঙ্গ যোগে উহা দেওয়ানী এবং ফৌজদারী হইতে

---

(৯) ইহাঁর খেতাবের অর্থবোধ হওয়া সুকঠিন, বোধ হয় কোন উচ্চারণ গণ বিকৃতি ঘটনার অর্থ বোধ হইতেছে না।

বাকি মেম্বরীগণ আমাদের পরিচিত। এইরূপ প্রথাক্রমে সিলেক্ট কমিটীর মেম্বরীগণের কিছু কিছু সংক্ষেপে পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

পারে কি না, তাহার মীমাংসার জন্য শিক্ষা-ডিপার্টমেণ্টে পাঠান হইয়াছে।

২য় মেঃ। লবণের উপর করাধিক্য হওয়ায় সাধারণ লোকের যে ক্লেশ হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সে কর কম করিবার যে কথা-ছিল, মন্ত্রীসভা হইতে সে বিষয়ের কি স্থির করা হইয়াছে।

রাজস্বমন্ত্রী অনুপস্থিত থাকায় বচনমন্ত্রী উত্তর করিলেন।—মন্ত্রীসভা পুনর্ব্বিবেচনায় এ কল্পনা আপাতত পরিত্যাগ করিযাছেন। তাহার কারণ, পূর্ব্বকাল হইতেই দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণদেব একাধিপত্য হেতু লোক সকল তাহাদের অধীনতায় পড়িয়া, নানা রকমে দিক্‌দারী পাইয়াছে, অথবা বলিতে কি, তাহাদের সব নষ্ট অথবা এককথায় তাহাদের একুল ওকুল দুকুল পরকাল সকলেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এ কেবল ব্রাহ্মণ-দের নিকট গুণ মানার জন্য। নুন খেলেই যে গুণ মানিতে হয়, সুতরাং লোকে অধঃপাতে যায়। একথা স্বতসিদ্ধ ও সকলেরই জানা আছে। আমাদের নুনের উপর বেশি টেক্স থাকায় সকলে পূরা নুন খাইতে পায় না বলিয়াই, এখন যা কিছু একটু আপটু গজাইয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভের অঙ্কুর দেখিতে পাইতেছেন। সুতরাং যদি আবার নুনের উপর টেক্স কমান যায়, তবে এই হইবে যে, সস্তা গণ্ডায় নুন পাইয়া আবার লোকে এলো মেলো নুন খাইয়া গুণ মানিতে শিখিবে ও কাজেই স্বাধীনতা হারাইতে থাকিবে। কিন্তু আমাদের এ স্বাধীনতার রাজ্যে তাও কি কথ-নও চখে দেখা যায়? অতএব নুনের টেক্স কমানত নয়ই, বরণ যাহাতে আরও কিছু স্বাধীনতা বাড়ে, সে জন্য টেক্স বাড়ানরই কল্পনা হইতেছে। (মন্ত্রী পক্ষ হইতে আহ্লাদসূচক করতালিধ্বনি ও মলের ঝম ঝমানি।)

৩য় মেঃ। মন্ত্রীগণ মন্ত্রীত্ব পাইবার পূর্ব্বে অস্ত্র আইনের প্রতি বিশেষ কোপ দেখাইয়াছিলেন এবং উঠাইয়া দিবারও আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন জানিতে চাহি যে, সে বিষয়ের কতদূর কি করা হইল।

কর্ণেল চণ্ডিমণি যুদ্ধমন্ত্রী।—অস্ত্র আইন অতি খারাপ ও উঠাইয়া দেওয়াই উচিত তা স্বীকার করি। কিন্তু দেখা গেল যে, যে ভ্রাতাদের জন্য এ আইন, তাহারা এতই অপদার্থ যে, এমন কি কার্পেটের ভিতর

সুঁচ চালাইতে হয় কেমন করিয়া, পর্য্যন্ত শিখে নাই। অতএব এমন স্থলে তাহাদের মঙ্গলের জন্যই তাহাদের হাতে এমন অস্ত্র দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যখন অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিবে, তখন তাহাদের হাতে অস্ত্রও দেওয়া যাইবে।

৪র্থ মে। বন্যজন্তু আদির দৌরাত্ম্যে যে অনেকে মরিতেছে ও সে সকল জন্তু যে এখন স্বচ্ছন্দে গা মেলিয়া বেড়াইতেছে তাহার কি?

কর্ণেল চণ্ডিমণি। আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে দোষের বিষয়ই বা কি আছে? অন্যায় লোক সংখ্যা বাড়িলে, ধান চাউল আক্রা হওয়ায় সাধারণের কষ্ট এমন কি দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত হওয়ার কথা। বিশেষ এবার দেখা যায় যে, স্বাভাবিক মৃত্যু সংখ্যা অতি কম; তেমন স্থলে অস্ত্র আইন হতে যদি লোক সংখ্যা কিছু কিছু কমে, তবে তার চেয়ে আর সুখের বিষয়, কল্যাণের বিষয়, কি হইতে পারে? আমাদের যে কঠোর জেল আইন, তাহাও ত এই অভিপ্রায়ে।

৫ম মেঃ। রাজ্যের মধ্যে চারিদিকে যে আজি কালি অসংখ্য দেশ হিতৈষী, ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি জন্মিতেছে, আমার বিবেচনায় তাহাদিগের হইতে রাজ্যের কিছু কিছু অমঙ্গল ঘটিবার কথা। অতএব তাহাদের দমনের জন্য কি কিছু উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে?

স্ত্রীস্বত্ব মন্ত্রী। মেম্বরী মহাশয়া যে প্রশ্নটি করিয়াছেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কিন্তু অতি আক্ষেপের বিষয় যে, সে সকল কুঘটনা ভগ্নীদিগের দোষেই বেশির ভাগ ঘটিতেছে। তাঁহারা যদি তাঁহাদের অঞ্চলের আশ্রয় এতটা পরিমাণে না দেন, তাহা হইলে কখনই এ অসংখ্য ম্যাট্‌সিনী ও গারিবল্ডা প্রভৃতি জন্মিতে পায় না। (শুন—শুন) যাহাহউক ম্যাট্‌সিনী ও গারিবল্ডীগণকে জব্দ রাখিবার জন্য, আপাতত রাতের বেলায় প্রতি ঘরের দুয়ারে এক একটা করিয়া ভূত নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভগ্নীদেরও বলি, তাঁহারা যেন একটু অঞ্চল কুড়াইয়া চলেন।

৬ষ্ঠ মেঃ। ভ্রাতাগণ যে ভলণ্টিয়ার হওয়ায় আবেদন করিয়াছিল, সে বিষয়ে কি স্থির করিবার কল্পনা হইতেছে?

প্রধান মন্ত্রী। আমাদের রাঙ্গা পদের লাথিতেই যাহাদের পুরুষানু-

ক্রমিক উদ্ধার, ভলণ্টিয়ার হইতে দিলে, তাহাতে ব্যাঘাত পড়িবে, সুতরাং আর তাহাদের উদ্ধার সাধন হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে। রাজন্যদের কর্ত্তব্য যে, প্রজাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখা; অতএব কাজেই তাহাদের মঙ্গলের জন্যই, দরখাস্ত মঞ্জুর করা যাইতে পারে না।

৭ম মেঃ। আমাদিগের পুর্ব্বদিকস্থ বন্ধুরাজ্য আক্রমণ করা হইল কেন, বৈদেশিক মন্ত্রী মহাশয়া কি তাহার বিশেষ কোন কারণ দর্শাইতে পারেন?

বৈদেশিক মন্ত্রী। কারণ অনেক এবং বলিতে কি উহার এক একটা কারণই আক্রমণের পক্ষে যথেষ্ট সাফাই। প্রথম কারণ, বর্ত্তমান রাজার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ যে ছিল, আমাদের রাজ্যের সীমানার কাছে পর্য্যন্ত তাহার রাজত্ব বিস্তার ছিল। দ্বিতীয়ত আমাদের যে আলতা মিশির দরকার, তা ও দেশে অনেক জন্মায় অথচ আমরা তাহা ইচ্ছামত পাই না। তৃতীয় কারণ ওদেশে বড় চমৎকার তামাকপোড়া তৈয়ার হয়। চতুর্থ কারণ, আমরা বলি আমাদের ভাঙ্গামুড়ো খানা, ছেঁড়া গামছা খানা বদল নিয়ে তোদের ওসব জিনিস দে; তা তারা দেবে না, তারা,—বলিতে লজ্জাও করে, ঘৃণাও হয়, রাগও হয়—তজ্জন্য সর্ব্ব অনর্থের মুল যে অর্থ তাহা চাহে। অর্থ বড় বিষম জিনিস, যে সে হাতে পড়িলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। আমার বিবেচনায় উহা ভগ্নীগণের হাতে ভিন্ন অন্য কোন হাতে থাকা উচিত নহে। এখন বল দেখি, এত দৌরাত্ম্য এত অসৌজন্য, এ অত্যাচার কি প্রাণে সয়? আমরা যে আজো মাতা খুঁড়িয়া মরি নাই এই অনেক।

৭ম মেঃ। সে রাজ্য আক্রমণ করিতে কি পরিমাণে ফৌজ পাঠান হয়েছে?

বৈদেশিক মন্ত্রী। চারিহাজার কার্পেট সূচি, তিনহাজার বটি ও তিন হাজার মুড়ো ঝাঁটা।

৮ম মেঃ। আর উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে যে শত্রু আসিতেছে, তাহা নিবারণে কি উপায় অবলম্বন করা হইল?

৯ম মেঃ। সন্ধি হইবার যে কথা ছিল, তাহারই বা কিরূপ ও কতদুর হইল?

প্রধান মন্ত্রী। ওঃ সে সব অতি তুচ্ছ কথা। যাহক মহাশয়ারা ইহা জ্ঞাত আছেন যে, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ভিন্ন সন্ধিবিগ্রহে কাহারও ক্ষমতা নাই। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট এখন শয্যাগত, এবং যেজন্য শয্যাগত তাহাও আপনারা জানেন—

বিপক্ষ মেম্বরীগণ একবাক্যে মাথায় শামলা ও টুপি খুলিয়া হাওয়ায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে 'ছি ছি ছি,' 'ঘেন্নায় মরি,' 'ছিক্-লো-ছি,' "এ সময়ে বিছানায় পড়ে" 'এমন বিছানায় পড়ে থাকাব কাজ করে কেন' ইত্যাকার রবে হাউসমণ্ডপ কাঁপাইয়া তুলিলেন।

পদীর মা তখন করস্থ সম্মার্জ্জনী আস্ফালন করিয়া, মূলাদন্তে দন্ত রাখিয়া কড় মড় শব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন।—'ছি ছি' কিলা শতেক খোয়ারীরে? আবার 'ছিক্-লো-ছি' বল্‌তে শিখেছেন। অমন কার না হয় লা, কার না হয়েছে, কার না হবে, কার ঘরের খবর আমার জান্তে বাঁকি আছে লা? কার না জানি?

পদীর মার রকম সকম দেখিয়া বিপক্ষ মেম্বরীগণ সভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। চকিৎ হরিণীবৎ, জয়মণি আসিতেছে কি না, চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। জয়মণির আগমনের কোন চিহ্নই না দেখিয়া তখন তাহাদের মধ্যে যে একটু সাহসী ছিল, সেই কিঞ্চিৎ বুক বাঁধিয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "প্রশ্নের জবাব এখনও করা হয় নাই।"

ফিল্ডমার্স াল। মনমোহিনী বিছানায় পড়ে, ব্যাগো—

বচন বাগীশ। সুনিয়ম—সুনিয়ম।

রাজস্ব মন্ত্রী। ষাইট্ ষাইট্ পদীর মা, অমন অলক্ষুণে কথা কি বলতে আছে?

ফিল্ড্ মার্স াল। হ্যালা মেম্বরী ছুঁড়িরা, তা যাহোক তোদের এত ভয়ের কুট কুটুনি কেন?—

প্রধান মন্ত্রী ফিল্ড মার্স ালের বক্তৃতা থামাইয়া, নিজে বলিতে লাগিলেন।—আমি বলিতেছিলাম যে, যদিও প্রেসিডেণ্ট মহাশয়া প্রসব বেদনায় ক্লেশে এখন শয্যাগত আছেন এবং সেজন্য সন্ধির বিষয় কিছুই স্থিরতর হয় নাই, তথাপি আপনাদের ভয়ের বিষয় কিছুই নাই। শত্রু যদি সিনেটমণ্ডপের দুয়ারে

আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি আপনাদের চিন্তার বিষয় কিছুই নাই, (সপক্ষ দল হইতে ভ্যালা দিদী—ভ্যালা দীদী ও করতালি ধ্বনি)। শত্রু আসিতেছে, তাহাতে ভয়ের বিষয় কি ? (সপক্ষদলে আহ্লাদে চুড়ি ঝম্ ঝমানি ও মল খন্ খনানি) আবার বলি, শত্রু আসিতেছে, তাহাতে ভয় কি ? জানেন আমাদের সৈন্যের কি প্রতাপ ? তাহারা নক্ষত্র গিলে, আগুণ খায়, সমুদ্র শোষে, হিমাদ্রি ডিঙ্গায়, স্থল জল টলটলায়মান করে। আর অধিক কি বলিব, ঝাঁকিত সৌদামিনী ইরম্মদাকৃতি প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডদ্যুতি কলম্বকুল সম্বলে আমাদের এ অসীম অনিকিনী বেগবাহিনী হইয়া যখন উর্দ্ধমুখে ধাবমান হইতে থাকে, তখন পৃথিবী বিকম্পিত, দিগাঙ্গনাগণ চমকিত, এই ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড সৌরমণ্ডল সম্বলিত সমস্ত জগত সন্ত্রাসিত হইতে থাকে। তাহাদের অস্ত্রের হন্ হন্ ঝন্ ঝন্ হুড়্ হুড়্ তুড় শব্দে মানবের কর্ণ বধির হয়, গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়, শত্রুগণের পেটের ভাত চাউল হয়, তখন তাহারা ধুট কলাই হইয়া কোন্ দিকে পলায়ন করে, তাহার ঠিক থাকে না। আমাদের যেমন এই দোর্দ্দণ্ডমার্ত্ত তুল, প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত সৈন্যসজ্জা, শত্রুবিমুখকর ভয়ঙ্কর আয়োজন ভাণ্ডও ততধিক করা হইয়াছে।

সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, "কি আয়োজন—কেমন আয়োজন ?"—

প্রঃ ম। যদি আপনাদের একান্তই শুনিবার বাসনা থাকে, তবে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। আপনারা ইতিপূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন যে, সমস্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মহাকেল্লা নাচঘর, সাজঘর সকল অপরিমিত রূপেই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। আরও ইষ্টিমেট হইয়াছে যে, যুদ্ধ সরঞ্জাম স্বরূপ, ২৫ হাজার কটাক্ষ ও নয়নবাণ, ৫০ হাজার মণ চোখের জল, ৩০ হাজার জোড়মল ও ঘুঙ্গুর, এবং এক লক্ষ সংখ্যক সার্দ্ধতিপান্ন প্রকার মুখবিকৃতি, মান, অঙ্গভঙ্গী, এলোচুল, গালাগালি, পায় পড়ি, ছেড়ে যা, ওগায়রহ জমা করা হইয়াছে। সৈন্যসংখ্যা ৩০ হাজার চরণটিকী যুবতী, ১০ হাজার বাইওয়ালী, ১৫ হাজার খেমটা ১০ হাজার ভরাপুরা, ১৫ হাজার ঘট্‌কি এবং আবশ্যক হইলে স্বয়ং ফিল্ডমার্সাল মহাশয়া ছিটে ফোটা তন্ত্র মন্ত্র ও তামাকের কৌটাসমন্বিত নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন। (চতুর্দ্দিক হইতে মহা কোলাহল ও মহা আনন্দ ধ্বনি সমুত্থিত হইল) ইহার অতিরিক্ত বাকি বিষয় যাহা,

তাহা প্রকাশ করায় এক্ষণে আবশ্যক নাই। আপনারা জানেন যুদ্ধ বিগ্রহ বিষয়ক কূট কৌশল সকল, যতই গোপনে থাকে, ততই ভাল এবং তাহা ব্যক্ত করা নিষেধ। অসভ্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরাও তাহাদের সেই সেকেলে সভ্য ভাষায় বলিয়া গিয়াছে যে, "গূঢ়মাত্রং ন ভেদিতব্যং।"

অতঃপর অন্যদিবসে আর কতকগুলি নূতন প্রশ্ন করিবার নোটিস্ দেওয়া হইলে, অদ্যকার মত প্রশ্নোত্তর বিষয়ের শেষ হওয়ায়, পার্লেমেণ্টের অপর কার্য্য আরম্ভ হইল।

হাউসের বচনবাগীশ উঠিয়া কহিলেন।—অদ্য দুইখানি দরখাস্ত পেস্ হইবার জন্য হাউসে উপস্থিত করা হইয়াছে। একখানি কতকগুলি সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত ভ্রাতার, ইহার উদ্দেশ্য ভ্রাতাদিগের বেশ সংস্করণ করা। ইহার উপস্থিত কর্ত্রী মিসেস্ আনন্দমোহিনী পণ্ড। অপর দরখাস্ত এই, শ্রীমতী তিতুমণি দোসাদ্ আপত্তি করেন যে, তাঁহার প্রতিবেশী শ্রীমতী হরিশঙ্করী গঙ্গোপাধ্যায় অন্যের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি খরচ করিয়া নানাবিধ রহস্যপুস্তক লিখনপূর্ব্বক অধিক মান ও ধন সংগ্রহ করিতেছেন, সুতরাং লোকে তাঁহাকে যেরূপ মানে ও গণে, দরখাস্ত কারীণীকে কেহই সেরূপ মানেও না বা গণেও না। অতএব যে "সমত্ব, স্বাধীনত্ব, ভগ্নিত্ব" শব্দ এ রাজ্যের শিরোদেশে অঙ্কিত, ও যাহাকে অবলম্বন করিয়া এ রাজ্য চলিতেছে, তাহার মূলে ব্যাঘাত পড়িয়া যাইতেছে। যে হেতু হরিশঙ্করী-ও তিতুমণি মহাশয়াদ্বয়ে সমতা রহিল কোথায়? এজন্য উপস্থিতকারিণী মেম্বরী প্রার্থনা করেন যে, রাজ্যের এ অনিষ্ট ও অসংলগ্ন ভাব নিবারিত হউক।

প্রথম দরখাস্তের উপর, উপস্থিত কর্ত্রী মেম্বরী অনেক লম্বা চৌড়া বক্তৃতা করিলেন। আমি কেবল তাহার সারমর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া এখানে দিতেছি। সে সারমর্ম্ম এই যে, "ভ্রাতাগণ অতি নির্লজ্জ বেশে থাকে; অনেক সময়ে খোলা গা, খোলা পা, ল্যাংটা ভাবে থাকে, এমন কি ভগ্নিগণ সে কুরুচিপূর্ণ অসভ্যপনার জ্বালায় পথে এবং এমন কি কথনও কখনও ঘরের বাহিরও হইতে পারেন না। তাহাদের দেখিবামাত্র ভগ্নীদের গা শিহরিয়া ঢোল্ হয়, পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া তখন মাটি খনন

করিতে ইচ্ছা হয়, বাধ্য হইয়া আড় নয়নে চাহিতে হয়, এমন কি ধমনীতে পর্য্যন্ত রক্ত ঝন্ ঝন্ শন্ শন্ করিয়া বহিতে থাকে। বিশেষতঃ সেকেলে অসভ্য ধরণে এখনও যাহারা বৈষ্ণব আছে, তাহারা ত বন্য পশুর অপেক্ষাত নির্লজ্জ-বেশ। সে দিন, বলিব কি, একটি ভগ্নী একটা নধর বৈষ্ণবকে দেখিয়া মুচ্ছ্র্া পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। আর একটি ভগ্নী প্রায় উন্মাদের ন্যায় হয়েন। এ সকল কি সামান্য আফ্‌সোসের বিষয়!" এইরূপ নানা কথায় অতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া শেষে প্রস্তাব করিলেন যে, ইহাদের বেশ এরূপ হওয়া উচিত—গোঁপ রাখিতে পাইবে না, যে হেতু মুখের উপর গোঁপ দেখিলেই কেমন একটা বিকৃতি ভাব মনে পড়ে; উহা অতি কুরুচিকর, দাড়ি ও ভুরুও ততোধিক, অতএব এ সকল মুণ্ডিত করিতে হইবে। সর্ব্বশরীর গটাপার্চা ব্যাগে আচ্ছাদিত থাকিবে, মস্তকে আমাদের শেলাই করা টুপি দ্বিগুণ দামে কিনিয়া পরিবে। এবং পোষাকের যে স্থানে হউক, একটা লেজবৎ পদার্থ থাকা চাই, নতুবা এ সকল অসভ্যদের আটকায়ে রাখা ভার হইবে। অথবা এ বেশ যে যে ব্যক্তি পছন্দ না করিবে, তাহারা কোট হ্যাট চস্‌মা ব্যবহার করিলেও করিতে পারে এবং এরূপ বেশ যাহারা ব্যবহার করিবে, তাহাদের পক্ষে দাড়ি গোঁপে আপত্তি নাই। আর একটি কথা, ইহাদের পুরুষ নামটাও বদলান উচিত; যে হেতু পুরুষ বলিলেই নানা কুভাব মনে আসিয়া পড়ে; উহাদের ঐ নামটা অতি কুরুচিপূর্ণ। উহাদের নামও অন্যরূপ একটা কিছু রাখিলে ভাল হয়।'

মেম্বরী মহাশয়া যখন এই বক্তৃতা করিতে থাকেন, আমাদের গ্যালারিতে তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য অভিনয় হইতেছিল। ভ্রাতাগণের হৃদয় একবার উত্থান একবার পতন, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, ওষ্ঠাধর বিশুষ্ক এবং সর্ব্বশরীর তাহাদের থর থরে কম্পিত হইতেছিল। সকলেই উর্দ্ধগ্রীব, উর্দ্ধকর্ণে মেম্বরীর প্রত্যেক কথা শ্রবণ, পরিমাণ ও ওজন করিয়া ভাগ্যে কি ঘটে, তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যাহাহউক, অবশেষে তাহাদের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়াবৎ ভয়ের অপনোদনে মুখকমল সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহাতে সৌভাগ্যক্রমে আমি দর্শন করিতে পাইলাম। কারণ অধিকাংশ মেম্বরী, যাঁহাদের সেই ফিন ফিনে, ডিগ্‌ডিগে, বালাম চাউলের অন্নভোজী,

বিভাজিতকেশকলাপান্বিতশোভন মস্তক, দাড়ি চস্‌মা পরিশোভিত ঈশল্কাস্তবিধৌত মুখমণ্ডল, শান্তিপুরে ধুতিপরিহিত নটবর বেশ মনে পড়িল, তাঁহারা মেম্বরীর প্রস্তাবে বড়ই অধির হইয়া উঠিলেন। বৃদ্ধারা প্রায় বলিতে লাগিলেন, 'পোড়াকপালী, নিজে আঁটকুড়ি কিনা, তাই সোনার বাছাদের এমনি কর্‌তে বলে; ওমা, ছি-ছি-ছি, ও কথা কি মুখের আগা লেও আন্‌তে আছে গা!" যুবতী যাহারা, তাহারা বলিয়া উঠিলেন, "হোক মেনে, মেম্বরী হইচি বলে কি সব সুখের মুখে ছাই দিতে হবে নাকি? একেইত পোড়াকপালে মিন্‌সে গুলো আপন গুণে আপনা আপনি নানা রকম সংসেজে বেড়ায়; তার উপরেও আবার এ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন? মাইরি ভাই, এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না। নাহয় মেম্বরীগিরি নাই কর্‌বো।"

শেষে স্থির হইল যে, মেম্বরীর প্রস্তাব কাজে পরিণত করিতে গেলে, প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আপাতত তাহা করিতে পারেন না। প্রস্তাব এখন কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না, অতঃপর মেমম্বরীর প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইল। প্রতিকূল ভোটসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায়, উহা কাজে কাজেই পরিত্যক্ত হইয়া গেল।

প্রস্তাবকারিণী মেম্বরী একে বারিষ্টার, তায় বড় নামজাদা এবং তায় আবার আপনাকে আপনি বড় সুন্দরী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবং ইহাও তাহার বিশ্বাস ছিল যে, তাহার প্রস্তাবের উপর 'না' করিবার লোক হাউসে অতি অল্পই আছে, অথবা একেবারেই নাই। সুতরাং এত আত্মসর্ব্বস্ব ভাবের উপর অদ্যকার এই বিড়ম্বনা ঘটায়, তাঁহার চক্ষু দুটি ছল ছল করিতে লাগিল ও কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। তখনই রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া আধ আধ গদ গদ স্বরে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "আজিকেই আমি বাড়ী গিয়া পোষাক নিবারিণী সভা স্থান করিব"।

অদ্য রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় পার্লামেণ্ট ভঙ্গ হইল, সুতরাং দোসাদ্‌ মহাশয়ার দরখাস্তখানি হাউসের আগামী বৈঠকে পেশ হওয়ার জন্য মুলতুবি রহিয়া গেল।

ষষ্ঠ বৈঠক।

আজিকার বৈঠকের অপূর্ব্ব গৌরব, অপূর্ব্ব গুরুত্ব, অপূর্ব্ব মহত্ব, আমি কি বলিয়া বর্ণনা করিয়া শেষ করিব?—হায় আমি! কেন আমার এত ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও এমন ভোতা কলম হইয়াছিল। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে, আজিকার এ মহা বৈঠকের কথা, জগতের ইতিহাসের মধ্যে যে পাতাটি বড় চক্‌চকে, তাহাতে উহা নিঃসন্দেহই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। যে ইউটিলিটী, বাঙ্গালা তর্জ্জমায় যাহাকে হিতবাদশাস্ত্র বলে, যাহা সাম্য-অবতার রুষো বোরম্পেয়ার আদি মহাত্মাগণ স্বপ্নে দর্শনবৎ দৃষ্ট করিয়াছিলেন; যাহার আদি অন্ত বেন্থাম আদি মহর্ষিগণ খুঁজিয়া পান নাই; যাহার মাহাত্ম্য উদ্ঘাটনে মিল স্পেন্সার আদি মহারথিগণেরও মস্তিষ্ক ফুর ফুর করিয়া উপিয়া গিয়াছিল এবং অবশেষে আমাদের বাঙ্গালা ওয়'টার স্কট যাহার মধুর হাঁড়ি চুরি করিয়া বাঙ্গালা দেশে আনয়নপূর্ব্বক তাহার তলা ছ্যাঁদা করিয়া দেওয়ায় হাঁড়ির পাছা দিয়া যে মধুর ধারা তর তর করিয়া পড়িতে থাকিলেও এ বিশুষ্ক অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালার নিরেট মরুতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; সেই স্বর্গীয় দিব্য অমৃতময় ইউটিলিটী বা হিতবাদের আজি প্রত্যক্ষ মীমাংসা হইবে; তাহার জীবন্ত অনুষ্ঠানের পথ চিরদিনের মত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এতকালের ঘোর খট্‌কা, আজি এক দোসাদ্ মহাশয়ার দরখাস্তের খরধারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিদূরিত হইল। 'জয় ভগ্নিতন্ত্র রাজ্যকি জয়!'

গত বৈঠকের মুলতুবি দরখাস্ত, যাহা দোসাদ মহাশয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, হাউসে তাহা পহেলা নবেম্বরেই পেশ হইল। দোসাদ মহাশয়া অতি অসাধারণ লোক। ইহাঁর জীবনের কাহিনী লোকের শিখিবার স্থল বটে। আর্য্যদর্শনের সম্পাদক যদি ইহাঁরও জীবনবৃত্তটি লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্মভূমিকে প্রকৃতই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করা হইত। ইনিও মিল, ম্যাটসীনি, ওয়ালেস অপেক্ষা কম পাত্র নহেন। আহা সে শয্যাবিলাসী স্কলাষ্টিক মধুর বাঙ্গালার মৃদু হিল্লোলে যখন জীবনটি দুলিত, তখন না জানি এ জগতে কি অপূর্ব্ব নিরুপম শোভাই বিকসিত হইতে থাকিত। কিন্তু কেন যে দোসাদ্ মহাশয়ার এ সৌভাগ্য ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারি না; আমরা হিন্দু, কাজেই

বলিতে হয়, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের একটু পাপ ছিল। যাহোক দোসাদ্ মহাশয়া বড় অসাধারণ লোক। তিনি এমনই তীক্ষবুদ্ধি ও অসাধারণ অধ্যবসায়শীল যে, যৌবনেই রূপের গরবে থিয়েটারে অভিনেত্রীর কার্য্যসূত্রে জীবন আরম্ভ করেন এবং সেই শুভক্ষণ হইতেই ইহাঁর বিদ্যাভ্যাসের আরম্ভ হয়। সংক্ষেপে আর কি বলিব? তৎপরে নানা চেষ্টায়, নানা ফিকির খেলায় ও নানা সহবৎ প্রাপ্তে শেষে অপরিসীম পাণ্ডিত্ব লাভ করেন। আর বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, বাকী সমস্ত তাঁহার বক্তৃতাতেই প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে চমৎকার করিতে থাকিবে।

বক্তৃতা।

এই দরখাস্তের উপস্থিত কর্ত্রী আমি, অতএব এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যে ক্রুটি ও অন্যায়ের কথা যাহা কালে আমাদের এই গৌরবান্বিত রাজ্যের উদ্দেশ্য মূলে নিশ্চয়ই কুঠারাঘাত করিত, তাহা আমি হাউসের কর্ণগোচরে আনিতেছি; ইহার দ্বারা আমি যে একজন পরম দেশহিতৈষিণী এবং ধন্যবাদের পাত্রী হইতেছি কি না, সে বিষয়ে আমি কোন কথা বলিতে চাহি না। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া নিঃসন্দেহ রাজ্যের বিরুদ্ধাচার কার্য্য করিতেছেন এবং ইহাতে রাজ্যের মূলীভূত যে "সমত্ব, স্বাধীনত্ব, ভগ্নীত্ব বচন" তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে। 'সমত্ব' 'হিতবাদ' উভয়ে একই কথা, কি অপূর্ব্ব জিনিস্! আ। বল সবাই একবার কি অপূর্ব্ব জিনিস্! (শুন শুন, দুই একটা ধুয়া 'কি অপূর্ব্ব জিনিস'।) সে কালের লোকে সমত্ব কাহাকে বলে জানিত না, ফলত আদৌ তখন সমত্ব পদের অস্তিত্ব ছিল না। হিতবাদ কথা হিন্দুরা ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু সে আর এক অর্থে এবং বিকৃত অর্থে। তাহাদের হিতবাদের অর্থ—ক্ষুধাতুরকে অন্ন দেওয়া, বিপন্নকে বিপদোদ্ধার করা; অথবা মোট কথায় যাহার যেরূপ দুঃখ, তাহাক সেইরূপ সাহায্য করা। হায়! ইহা কি হিতবাদ! ইহার দ্বারা সমাজে আলস্য ও অকর্ম্মণ্যগিরির প্রশ্রয় দেওয়া হয়; বিশেষ ইহা দ্বারা সমাজের মধ্যে কেহ ধনী কেহ নির্ধন, কেহ উচ্চ কেহ নীচ, কেহ বিপন্ন, কেহ সম্পন্ন, এ সকল কি সূচিত হয় না? হায়! আমাদের

এ সভ্যরাজ্যে যে এরূপ হিতবাদ হাস্যের বিষয়, ঘৃণার বিষয়, তাহা কি আর বলিবার আবশ্যক রাখে? ইহা কি হিতবাদ? তবে সমত্ব রহিল কোথায়? প্রকৃত হিতবাদ তাহাকে বলি, যাহাতে সমাজস্থ সকলেই স্বচ্ছন্দে উদরপূর্ত্তি করিয়া, সকলেই সমান সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। মিল বলেন, যাহাতে বেশী লোকের সুখ সাধন করিতে পারা যায়, তাহাই হিতবাদ। আমি বলি, সুখসাধনই যদি উদ্দেশ্য হইল, তবে আবার তাহার বেশী কম কি?

ফিল্ড মার্সাল। (তামাক পোড়ার কৌটার টোকা দিয়া) বলি হ্যালা পোড়াকপালি, তবে আমি আমার একটা পদীর বাপ পাইনে কেন, আর তোর যে পাঁচটা বাপ রয়েছে লা?

সকলের উচ্চহাস্য। দোসাদ মহাশয় কিন্তু দৃকপাত না করিয়াই বলিতে লাগিলেন।—"এই সমত্বের জন্যই আমাদের এই সভ্যতম রাজ্য সংস্থাপিত। ইহারই জন্য আমরা রাত জাগি, হাউস করি, চিন্তায় মাথার ব্যামো জন্মাই, সর্টসাইট হইবায় চসমা লইতে বাধ্য হই; এমন কি দুএকগাছি দাড়ি পর্য্যন্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এত কাণ্ড তবে কিসের জন্য? ফলত, সমত্ব এবং হিতবাদ হয় একপ, নতুবা তাহা কিছুই নহে। যদি বলেন যে, সুখের সমত্ব বা দুঃখের সমত্ব, ইহা বিতরণের ভার লওয়া বড় কঠিন কাজ, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের সমত্ব এবং হিতবাদ তবে বস্তুত দাড়ায় কি? কেবল কি উদরপূর্ত্তির সমতা? তাহা নহে, উদরপূর্ত্তিও চাই, সুখও চাই।

পদীর মা। হ্যাঁলা দোসাদনী, পারিস ত আয় দেখি তোর যৈবনটা ভাগাভাগী করে দে দেখি? ওলো আমার সোমস্ত-পদানি লো। ডেড়কড়ার মুরদ নেই, চাটিগাঁয়ে বরাদ্দ!

দোসাদ্ মহাশয়ার তবু দৃকপাত নাই।—"মহাত্মা মিল কি বলেন শুনুন, "যে ভাববাদে এই হিতবাদ অর্থাৎ সুমহান্ শুভতত্ত্বকে নীতি-শাস্ত্রের মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, সেই ভাববাদেই ইহা নিরূপণ করে যে, কার্য্যসমূহকে কেবল সেই পরিমাণে সু বলিতে পারা যায়, যে পরিমাণে তাহা শুভ বা সুখোৎপাদনে সমর্থ; ঐরূপ আবার সেই

পরিমাণে কু, যে পরিমাণে তাহা তদিপরীত ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। শুভ অর্থে তৃপ্তি বা সুখ এবং অসুখের অভাব; অশুভ অর্থে অসুখ এবং সুখের অভাব।" বলিতে পারেন বটে যে, সকল হস্তেরই জন্য উপযুক্ত কর্ম্ম এবং সকল উদরের জন্যই যদি উপযুক্ত আহার যোগান যায়, তাহা হইলেই মবলক সুখ দুঃখের নিরাকরণ করা হইল। মানি বটে, একথা কিয়ৎপরিমাণে ঠিক, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। গুরুপ্রবর বেন্থাম সুখ এবং দুঃখ ভেদে যে তালিকা দিয়াছেন, তাহার দ্বারা আইনসমতা, আহারসমতা আদি একরূপ নিরাকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও মানুষের পূর্ণরূপে সুখ দুঃখের নিরাকরণ বলা যায় না। কারণ মনুষ্যের আরও কতকগুলি সুখদুঃখবিষয়িণী বৃত্তি আছে, যাহা বেন্থামের তালিকা ছাড়াইয়া যায়। যথা ঈর্ষাজনিত দুঃখ, অভিমানজনিত দুঃখ, এ সকলের নিবারণ করিবার উপায় কি? মনে করুন, অমুক ব্যক্তি, অথবা অমুক ব্যক্তিই বা কেন, মনে করুন এই গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া অধিক বুদ্ধি পাইয়া তাহা এখন বেহুদা, ও অধিক খরচ করিতেছেন; লোকেও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অধিক সম্মান করিতেছে, তিনিও তাহাতে অপরিসীম সুখী হইতেছেন; হইতেছেন বটে, কিন্তু কেমন করিয়া?—আর ৫ জনের সুখ হরণ করিয়া! আমরা সে সুখের ভাগী হই না কেন? বলিবেন বটে এবং আমিও বলিতেছি যে, আমাদের ক্ষমতা নাই। কিন্তু আমাদের ক্ষমতা নাই বলিয়াই কি আমরা চোর-দায় ধরা পড়িয়াছি? যখন আর পাঁচজনের ক্ষমতা নাই, তখন কেন তিনি আর পাঁচজনেব সহ নিজের সমতা করিয়া চলিবেন না। কোন্ শাস্ত্রে আছে যে, তিনি আর পাঁচজন হতে আগু বেড়ে চলিবেন; তিনি আমাদের অপেক্ষা এ অধিক সুখভোগ করিবেন? ইহাতে তবে সমত্ব রহিল কোথায়? আরও তিনি আপনার কেতাব বেচিয়া ধনসঞ্চয় এবং তাহাতে নানাবিধ কাপড় ও গহনা পর্য্যন্ত করিতেছেন, আমরা কেন তাহার ভাগী হই না? ভাগী হওয়া দূরে থাকুক, অধিকন্তু তাহার অধিক টাকা, অধিক কাপড়-চোপড়, অধিক গহনাগাঁটি দেখিয়া আমাদের ঈর্ষা, অভিমান ও লজ্জায় দুঃখের সাগরে ডুবিতে হয়, এ সমত্বরাজ্যে থাকিয়া কেন আমরা ডুবি?

ইহাতে সমস্ত কোথায়? সুখের ভাগ তিনি না দেবেন না দেন, বাড়ায় ভাগ প্রতিবেশীবর্গের চোখ টাটাইয়া তাহাদের দুঃখ দেন কোন্ হিসাবে? সুখের ভাগ তাঁহার চাই না; তিনি এখন বাড়াবাড়ী করে দুঃখ না দিলেই যথেষ্ট মনে করি। বল দেখি, অনেকের মধ্যে একজন ভগ্নীকে সম্মানিত দেখিলে, তাহার কাপড় গয়নার ছড়াছড়ি দেখিলে, কাহার না চোখ্ টাটায়, কাহার না প্রাণের মধ্যে ঘট্ ঘট্ করে? হায়! এ সমত্বরাজ্যে কি এখনও এত নষ্টামি, এত পাপ তাপ স্থান পায় গা?

এইবার দোসাদ্ মহাশয়ার কথায় অনেকেরই মন টলিল, অনেকেই সম্মতিসূচক করতালিধ্বনি দিয়া উঠিল এবং চারিদিক হইতে 'ঠিক কথা' 'সত্তিইত' এইরূপ নানা রব উঠিল। পদীর মা পর্য্যন্ত এবার ভুলিয়া গেল। ডাগর গলায় বলিয়া উঠিল, "হরিশঙ্করী! ও বাবারে তার ছান-ছাপ্পা দেখে কে, ঠ্যাকারে যেন বুকটো দুলিয়ে দুলিয়ে হাটে।"

এইবার দোসাদ মহাশয়া স্থির গম্ভীর মুখকান্তি ও হাস্যকৌমুদীতে ঈষৎ বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন যেন বুক পাঁচ হাত ফুলাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন।

"যে অশুভ, যে বৈষম্য আলোচনা করিয়া, আমরা দুঃখের সমুদ্রকে ঘোর উত্তাল তরঙ্গসমন্বিতরূপে সম্মুখে দেখিতেছি; তাহার এখন প্রতিকার করার চেষ্টা কর্ত্তব্য। যে ঝাপ্‌সা এত দিন চোখের কাছে ঘুরিতেছিল, তাহা আশা কবি, এতক্ষণে সুসভ্য ধীশক্তিসম্পন্ন মেম্বরী মহাশয়াদের চক্ষু হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য, এ আপদ্ বালাই বিদেয়ের জন্য কি আমাদের অধিক কষ্ট পাইতে হইবে, তাহা নহে। এ সকল বৈষম্য আমাদেরই শক্তি দ্বারা নিরাকরণীয়। এত দিন যে নিরাকরণ করা হয় নাই কেন, তাহা কেবল আমাদেরই আলস্যের ফলমাত্র। কিন্তু আলস্য আর কি সাজে?

মেম্বরীবর্গ সমস্বরে। কথনই না।

দোসাদ্ মহাশয়। তবে আমি এখন সাহস করিয়া বুক ঠুকিয়া প্রস্তাব করি যে, শ্রীমতী হরিশঙ্করী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়াকে তাঁহার

কুপ্রবৃত্তি ও কুকার্য্য পরিত্যাগ করাইয়া এই কয়টি সদনুষ্ঠান করাইতে বাধ্য করা হউক :—

১ম। সর্ব্বসাধারণে বুদ্ধির যে পরিমাণ, তিনি তাহাপেক্ষা অধিক প্রদর্শন বা তাহার অপেক্ষা অধিক মাত্রায় খরচ করিতে পারিবেন না। পরিমাণের সীমার ভিতর আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য থাকেন।

২য়। সর্ব্বসাধারণের পুস্তক লিখিবার ক্ষমতা যত দূর, তিনি যেন সে ক্ষমতার অতিরিক্ত যাইতে না পারেন। অতএব যে পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাহা হয় পোড়াইয়া ফেলা হউক, নতুবা তিনি গ্রন্থকর্ত্রীত্ব নাম লইতে পারিবেন না। গ্রন্থকর্ত্রীর নাম যদিই উল্লেখ করেন, তবে রাজ্যস্থ সমস্ত ভগ্নীকে গ্রন্থকর্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করা হউক।

৩য়। তিনি সাধারণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণে সমভাগে বিভাগ করিয়া দেওয়া হউক। কাপড় ও গয়নাপত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা।

৪র্থ। এ পর্য্যন্ত প্রতিবেশিবর্গকে যে মনস্তাপ দিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

এই প্রস্তাবচতুষ্টয়ের উপর এক্ষণে ঘোরতর ডিবেট চলিতে লাগিল। নানা জনে নানা বক্তৃতা করিলেন। তাহা আর উল্লেখের আবশ্যক নাই; কেবল একজন মেম্বরীর একটী বক্তৃতা হইতে সংকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"সমত্ব হইতে হয় সকল বিষয়ে সাধিত হউক; নতুবা কতক হইবে, কতক হইবে না, তাহাতে ফল কি? পৃথিবীর এ অসীম অসমত্বের মধ্যে সেগুলিকেও ফেলিয়া দিলেও লেঠা চুকিয়া যাইতে পারে? ইউটিলিটির অর্থ আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে তাহার উদ্দেশ্য, সমাজস্থ সর্ব্ব সাধারণের সমভাবে সুখস্বচ্ছন্দতা সাধন। কিন্তু সে সুখ স্বচ্ছন্দত পদার্থটা কি? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহা কেবল এই দ্বিবিধ উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে, এক উদর পূর্ত্তি, অপর মনের তৃপ্তি ও শান্তি। ভাল উদরপূর্ত্তি যেন সে রকমে সকলের হইল, কিন্তু তাহাতে এত তারতম্য হয় কেন? একজন পাচ শত টাকা ভাঙ্গিয়া খাইবে, আর একজন পাঁচ পয়সার খোরাকে

পরিতুষ্ট হইবে; একজন গাড়ি চড়িয়া যাইবে, আর একজন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া দেখিবে, একজন কাঁশার পঁইচে পরিবে, আর একজন জড়াও হিরার গহনা দেখাইয়া বেড়াইবে, ইহাতে দুই পক্ষেই কি সমান মনের তৃপ্তি, সমান মনের সুখ ও শান্তি? তুমি বলিবে যে, যে যেমন উপার্জ্জন করে, সে সেই রকম ভোগ করিবে এবং যদি তাহা করিতে না দেওয়া যায়, তবে যে বুদ্ধিমান ও শক্তিমান সে বুদ্ধি ও শক্তি উভয়ই খরচ করিবার পক্ষে নিরুৎসাহ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সমাজের আর উন্নতির আশা রহিল কোথায়? কিন্তু এস্থলে আমি কেবল এই মাত্র বলিব যে, তবে তোমার সমত্ববাদ ছাড়িয়া দাও। যে সুখ ও মনের তৃপ্তি বলিয়া ইউটিলিটী অহঙ্কার করিয়া থাকে, তাহা ত তাহা হইলে সাধিত হইল না। অতএব যে যেমন বুদ্ধি খরচ করিবে, যেমন উপার্জ্জন করিবে, সে তেমনি ভোগ করিবে, এ কথা কোন কাজেরই নহে। সুতরাং ইহা বলা বাহুল্যমাত্র যে, যাহার বুদ্ধি বেশি আছে, সে বুদ্ধি ছোট করুক; যে বেশি উপার্জ্জন কবিতে পারে, সে হয় কম উপার্জ্জন করুক, নতুবা যাহা বেশি মাত্রায় উপার্জ্জন করিবে; তাহা সর্ব্ব-সাধারণে সমান ভাগ করিয়া দিউক।

এক জন আপত্তি তুলিলেন। ইহাতে বাহ্যদৃশ্যে বটে কতকটা সাধারণ ভোগের সমতা হইল; কিন্তু যাহারা উচ্চ বুদ্ধিশীল ও উচ্চভাবযুক্ত, তাহারা তাহাদের বুদ্ধি ও ভাব সকল খেলানর অভাবে, যাহারা অপেক্ষা-কৃত নির্ব্বুদ্ধি, তাহাদের অপেক্ষা ত অধিক মানসিক যন্ত্রণা, সুতরাং দুঃখ ভোগ করিবে?

উত্তর। ইহাও ইউটিলিটি শাস্ত্রে আছে যে, যাহাতে বেশি সংখ্যক লোকের সুখ হয়, তাহাই আচরণীয়। অতএব তোমার বুদ্ধিমান কয় জন? তাহারা গণনাতেই আইসে না। তাহারা যদি আপন দোষে আপনি দুঃখভোগ করে, তবে তাহাতে হানি কি?

প্রশ্ন। তা হলে উন্নতি থাকিবে কোথায়?

উত্তর। উন্নতি সুখের জন্য, সেই সুখই যদি বেশী পরিমাণে পাওয়া গেল, তবে আর উন্নতি কাহাকে বলে? এ অপেক্ষা বেশী কিছু উন্নতি থাকে যদি, তাহা আমরা চাই না।

এইরূপ নানা তর্কবিতর্কের পর শেষে স্থির হইল যে, পার্লামেণ্টে এই কয় খানি বিল উপস্থিত করিতে হইবে।

১ম। আহার, বসন, ভূষণ ও বেশ সমতা আইন।—ইহার উদ্দেশ্য এই যে, একজন আর একজনকে অতিক্রম করিয়া অধিক পরিমাণে, অধিক ব্যয়ে বা অধিক রকমের খাদ্য আহার করিতে পারিবে না। বসন, ভূষণ ও বেশবিন্যাসও সকলকে একই মূল্যের এবং একই প্রকারের করিতে হইবে। যে কেহ কোন বিষয় বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিয়া, প্রতিবেশিবর্গের ঈর্ষা উদ্দীপনপূর্ব্বক তাপ জন্মাইয়া দুঃখ দিবে, সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

২য়। বাসগৃহ সমতা আইন।—ইহার উদ্দেশ্য সকলেরই বাসগৃহ এক রকমের হওয়া চাই।

৩য়। বিদ্যাবুদ্ধির সমতা আইন।—ইহাও উক্তরূপ। অন্যের অপেক্ষা কেহ বেশী বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করিয়া, কোন প্রতিবেশীর মনঃপীড়া না জন্মান। হাউস হইতে বিদ্যাবুদ্ধি খরচের সীমাবিষয়িণী যে তালিকা প্রস্তুত করা যাইবে, কেহ তাহার অতিরিক্তে না যাইতে পারেন। যদি কাহারও বিদ্যাবুদ্ধি বেশী খরচ করিবার ইচ্ছা হয়, ও না করিলে তিনি যদি থাকিতে না পারেন, তবে তিনি ঘরে দুয়ার দিয়া ও লোকের অজ্ঞাতে তাঁহার যে কিছু অধিক বিদ্যাবুদ্ধি, তাহা খরচ করিতে পারেন।

৪র্থ। ভালমন্দ বিষয়ক আইন।—ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের জীবনের আবশ্যকীয় নানা বিষয়ের জন্য নানা জনকে নানা প্রকার বিষয় কর্ম্ম করিতে হয়। অতএব তাহার মধ্যে কাহারও কর্ম্ম ভাল, উচ্চ, বা মানাস্পদ; আবার কাহারও বা মন্দ, নীচ বা অপমানাস্পদ; এরূপ বিচার থাকিলে, লোকে পরস্পরের তুলনে কেহ অধিক সুখী, কেহ অসুখী হইতে পারে। অতএব এই আইন পাস হওয়ার তারিখ হইতে যাবতীয় কর্ম্ম উচ্চ, মানাস্পদও ভাল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অভিধান হইতে মন্দ নীচ, বা তথাবিধ শব্দ যত কিছু আছে, সে সমস্ত এবালিস করিয়া ফেলিতে হইবে।

৫ম। বিহার সমতা আইন।—আমোদ আহ্লাদ যাহা কিছু অনুষ্ঠেয়

আছে, তাহা সর্ব্বত্রে ও সকল লোকে একরূপ হইতে হইবে। কেহ বেশি মাত্রায় বা কেহ কম মাত্রায় আমোদ করিতে পারিবে না, অথবা কেহ এরকম, কেহ ওরকম আমোদ আহ্লাদও করিতে পাইবে না। হাউস হইতে আমোদ আহ্লাদের সিডিউল বাধিয়া দেওয়া যাইবে।

বিশেষ বিধি।

ভ্রাতা জাতিও একরূপ আমোদকর ভোগ্যপদার্থবিশেষ। অতএব এখন হইতে কেহ যুবা, কেহ আধবুড়া, কেহ বুড়া, এরূপ অসমবয়স্ক লোক সেক্রেটারী বা গৃহপতি অথবা যে নামেই অভিহিত কর, তাহা যাহার যাহা ইচ্ছা সেরূপ রাখিতে পাইবে না। ভ্রাতা সকলকে রূপ ও বয়েস অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, ভগ্নীসমাজের এক এক সেক্সন অনুসারে, তাহাদের লাট বিলি করিয়া দেওয়া যাইবে। অতএব ভগ্নীগণ নিজ নিজ সেক্সনের নির্দ্দিষ্ট লাট হিসাবে পালাক্রমে, যুবা, আধবুড়ো ও বুড়ো, সকল ভ্রাতাকেই আপনাপন এক্তারাধীনে পাইতে পারিবেন ও পাইতে তাঁহারা আইন অনুসারে বাধ্য হইবেন। ইহাতে একঘেয়েপণা লোপ এবং বৈচিত্র্য হইবে; সুতরাং সুখ সমতা সকলই এককালে সাধিত হইবে।

খরচা বিধি।

কি ভ্রাতা, কি ভগ্নী, যাহারই গর্ভে সন্তান হইবে, তাহারা যে লাটে হইবে, সেই লাটভুক্ত থাকিয়া ভ্রাতাগণের দ্বারা পালিত হইয়া, ভ্রাতাসন্তান হইলে ভ্রাতা লাটের সম্পত্তি এবং ভগ্নী সন্তান হইলে ভগ্নী সেক্সনের মেম্বরী স্বরূপ গণ্য হইবে। এরূপে অনেক ভ্রাতা ভগ্নী জড় হইলে, দশশালা বন্দোবস্তে তাহাদের একবার করিয়া পুনর্বিভাগে লাট বা সেক্সনভুক্ত করিয়া দেওয়া যাইবে।

হায়! কেবল আধুনিক ইটিলিটি বাদা নহে, প্রাচীন এবং ইউরোপ খণ্ডের জ্ঞানগুরু প্লেটো মহাত্মার সাধারণতন্ত্রের বিধিসকলও এতদিনে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল! প্লেটো মহাশয় আজিকে দান্তের লিম্বোতে বসিয়া না জানি ভগ্নীতন্ত্ররাজ্যকে কত আশীর্ব্বাদই করিতেছেন। এদিন যদি স্বর্ণাক্ষরে জাগতিক ইতিহাসের চকচকে পৃষ্ঠায় লিখিত না থাকে, তবে

আর থাকিবে কি? হায় আহ্লাদে মত্ত হইয়া খেই হারাইয়া ফেলিতেছি। আরও একটা আইন হইবার প্রস্তাব হইল।

৬ষ্ঠ। সুখ সমতা আইন—ইহা শুনিতে একটু কেমন কেমন লাগিতেছে বটে, কিন্তু কেমন কেমন ইহাতে কিছুই নাই। সমাজে অনেক মূর্খ, নির্ব্বোধ এবং অবিজ্ঞ আছে যে, যাহারা সুখের বস্তু হাতে পাইলেও সুখী হইতে চাহে না। অতএব এই অবহেলা দৃষ্টান্তে, যাহাতে অন্য লোকের সুখের প্রতি অবহেলা না জন্মায় বা যাহাতে কেহ আপন স্বেচ্ছাক্রমে অসুখী হইয়া সমত্বের মূলে কুঠারাঘাত না করিতে পারে; এজন্য বিধান করা যাইতেছে যে, আইন অনুসারে সকলকেই সুখী হইতে হইবে। যে কেহ সুখী না হইবে বা দুঃখী হইবে, সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে পারিবে।

কেহ ইহাতে আশ্চর্য্য ভাবিও না। ইংরেজ রাজত্বে কোন রাজা বা রাজপুরুষ মরিলে, আইনের দ্বারা শোকসন্তপ্ত করান হইয়া থাকে এবং বিষম দুঃখে দুঃখী করান হয়। অতএব আইনের বলে লোকে যদি দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত হইতে পারে; তবে সেই আইনের বলে কেন না লোককে সুখী করিতে পারা যাইবে? বিশেষ সুখী করার আইনও এ ভগ্নী-পার্লেমেণ্টে যে অভিনবরূপে উৎপন্ন, তাহাও নহে। এ ভগ্নীগণের ন্যায় কথঞ্চিৎ জ্ঞানসম্পন্ন ইংরাজও আইনের জোরে লোককে সুখী করাইয়া থাকে। বিশ্বাস না হয়, ভারতীয় ইংরাজ রাজত্বে, যথায় ঘোর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর জ্বালায় লোকে যখন একান্ত অস্থির, সেই সময়ে একবার তথায় তাকাইয়া দেখ। তথা তখনও বড়কর্ত্তা বা ছোটকর্ত্তার শুভাগমন হইলে, লোক সকলকে কতই সুখ ও আনন্দের সাগরে ভাসমান হইতে দেখা যায়। ইংরেজী আইনে এ সুখী করার শক্তি আছে বলিয়াই, ইংরেজেরা বোধ হয় দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর অত্যাচার আদৌ গ্রাহ্য করে না; নতুবা যদি তাহা গ্রাহ্য করিতে হইত, তাহা হইলে কত কষ্ট পাইতে হইত ও কতই অর্থব্যয় করিতে হইত? কিন্তু ইংরেজ তাহা করিবে কেন? জানে যে, দুর্ভিক্ষে যতই জ্বালাতন করুক, মহামারীতে যতই মড়ক হউক, এক কথায় যতই প্রকার ক্লেশ হউক, একবার সেদিকে শুভাগমন করিয়া সুখী ও আনন্দিত হওয়ার হুকুম জারি করিলেই,

সকল ফর্সা হইয়া যাইবে। অতএব সুখী করা আইনে লাভ ও আয়েসও অনেক। কিন্তু হায় এ সকল জানিয়া শুনিয়াও যে ইংরাজ কেন ইহা পুরাপূরিরূপে জারি করে না, তাহা বলিতে পারি না। বোধ করি বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় ততটা তাহাদের না থাকাই, ইহার মূল কারণ। যাহা হউক, ভরষা কবি, এবার ইহারা এই ভগ্নীরাজ্যের আইন হইতে সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবে।

বলা বাহুল্য যে, প্রস্তাবিত আইন কয়টির উল্লেখে, হাউসে আপত্তি অনেক উঠিল; বিশেষত ৫নং আইনের খরচা ও বিশষ বিধিতে। কিন্তু আপত্তি প্রায়ই স্বার্থপব লোকের দ্বারা উঠিয়াছিল। যাহা হউক, সে সকল আপত্তি দস্তরমত বিল উপস্থিতি কালীয় ডিবেটের জন্য তোলা রহিল।

"সমত্ব, স্বাধীনত্ব, ভগ্নীত্ব"—ইহার 'সমত্ব' অভিনয়ত এই দেখিলাম। অতঃপর অনুসন্ধান করিলাম যে, 'স্বাধীনত্ব' টা কি রূপ? উত্তর—আমরা এইরূপ সৃষ্টি ছাড়া আইন সকল করিতে যে সাহসী হইতেছি, ইহার অপেক্ষা আর অধিক স্বাধীনত্বের পরিচয় কি হইতে পারে? তাহার পর 'ভগ্নীত্ব', ? ভগ্নীতন্ত্ররাজ্যই যেখানে স্থাপিত, সেখানেত আর 'ভগ্নীত্ব' বিষয়ে কথাই নাই!

অদ্যকাব মত বৈঠক ভঙ্গ হইল।

এ যাত্রার উপসংহার।

মহাশয়গণ! দুর্ভাগ্যক্রমে আমার দেশে এবং বাড়ীতে একটু বিশেষ কাজ পড়ায়, সহসা আমি এ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশে যাইতে বাধ্য হইলাম। নতুবা ইচ্ছা করিয়া এ ভূস্বর্গ 'কে পরিত্যাগ করিতে চায়? যাহোক আমাকে যাইতেই হইল। সুতরাং পার্লেমেণ্টের বৈঠক-রিপোর্ট আপাতত আর আপনাদিগকে প্রদান করিতে অক্ষম। আবার যদি কখনও এখানে আসি, তবেই আবার আপনাদিগকে নূতন রিপোর্ট প্রদান করিব। বোধ হইতেছে, এ রাজ্যে, যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে আবার নিশ্চয়ই আসিব, কারণ ইহার উপর আমার অত্যন্ত মায়া বসিয়া গিয়াছে।

বিশেষ ষষ্ঠ বৈঠকোক্ত আইন সকল যদি ইতিমধ্যে পাস হইয়া যায়, তবে আমাদের ন্যায় বিজ্ঞের পক্ষে (আপনারা আপনাদের ভাষায় বলিবেন ষণ্ডামার্কের পক্ষে) এমন সুখের স্থান এ পৃথিবীতলে আর কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যাহা হউক, তথাপি এরাজ্য হইতে প্রস্থান কালীন যে একটি অপূর্ব্ব ও অভিনব দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা যৎকিঞ্চিৎ আপনাদিগকে উপহার দিয়া বিদায় হই।

দেশগমনের জন্য বিদায় হইয়া, তবু নানা খুটিনাটির খাতিরে বাহির হইতে বেলা গড়াইয়া গেল। শেষে অনেক ধস্তাধস্তির পর, সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রাপূর্ব্বক নগরীর উপকণ্ঠ ভাগে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, উপকণ্ঠের অপর পার্শ্বে দূরে একটি পল্লি রহিয়াছে। এদেশে আসিবার সময়, অন্যপথ দিয়া আসায়, এ পল্লি তখন দেখিতে পাই নাই। পল্লিটি নগরীতে সংলগ্ন বটে, কিন্তু তথাপি বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী বলিয়া বোধ হইল না। দেখিলাম, গৃহগুলি অধিকাংশই সামান্য আকারের। প্রায় বাড়ীতে একখান করিয়া খড়ের চৌরি ও একটা করিয়া রান্নার দোচালা; কিন্তু চৌরীর বারান্দাগুলি বড় পরিপাটী, এবং বাহির হইতে দেখা যায় যে, চৌরির ভিতরও নিতান্ত অসজ্জিত নহে; বিছানা, কাপড়, পুতুল, পট ইত্যাদি অতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ভাবে সজ্জিত। মাঝে মাঝে দুই একটা ছোট ছোট পাকা বাড়ীও আছে, এবং আরও দৃষ্টি চালনায় দুই একটি সজ্জিত, সুন্দর ও বৃহৎ বাড়িও দৃষ্টগোচর হইল। কিন্তু এবাড়ীগুলিতে প্রায়ই পাহারা; বোধ হইল ইতর ভগ্নীগণ ভ্রাতার বেশে পাহারা দিতেছে। ভাবে বোধ হইল এই পাহাবাদারওয়ালা বাড়ীগুলি যেন বিশেষ বিশেষ সম্পন্ন লোকের দ্বারা বা তাহাদের জন্য রক্ষিত।

বলিতে কি, এ পল্লিতে যেন লাবণ্যলক্ষ্মী স্বয়ং বিরাজমান রহিয়াছেন। দেখিলাম নানা রঙে ও নানা ঢঙে, নানা বর্ণের, নানা আকারের ও নানা বয়সের সুন্দর সুন্দর যুবা পুরুষ সকল, সুবেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, হাস্য-কৌতুক সহ গৃহপ্রাঙ্গণে ইতস্তত পদ চারণ করিয়া ফিরিতেছে। মুখে চুরট, হাতে হুকা, হাত নাড়িয়া নাড়িয়া, রঙ্গভঙ্গী ও অঙ্গ ভঙ্গীতে রসের তুফান তুলিয়া কতরকমেরই কথা বার্ত্তা কহিতেছে। কথা সকল দূর হইতে ভাল

বুঝিতে পারিলাম না। কথাগুলি বাঙ্গালা বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ছাড়িয়া যাইতেছে, ও তাহার স্থানে কি এক বিকৃত কটমট শব্দ করিতেছে, ভাবে বোধ হইল ইংরাজী; আমার নিজের ইংরাজী জ্ঞান নাই, নতুবা বোধকরি নিঃসন্দেহে বলিতে পারিতাম যে, উহাও ইংরাজী মিসান বাঙ্গালাই বটে। কোন কোন স্থানে বা গৃহবারান্দায় দেখিলাম যে কত কত পুরুষ, সন্ধ্যা আগমনে যেন ত্রোস্ত ভাবে, উৎফুল্ল মুখে ও উৎফুল্ল নয়নে, বেশ ভূষা করিতে সোৎসাহে রত হইয়াছে। কাহাকে বা কোন বৃদ্ধ কোঁচান কাপড় হাতে আনিয়া দিতেছে; কেহবা চাদরের চুনট খুলিয়া, কাপড়ের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতেছে; কেহ কেহ গোঁপে তা দিতেছে, কেহ দাড়ি ঝাড়িতেছে, কেহ চস্‌মা পরিষ্কার করিতেছে, কেহবা কামিজের কফের প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে, কেহ কোটের ডবল ব্রেস আঁটিতেছে; কেহবা ফুল মোজা পরিব কি হাফ মোজা পরিব, বেতেরে ছড়ি হাতে লইব না হাড়ের হাণ্ডিল শোভিত যষ্টিতে করকমল অলঙ্কৃত করিব, টেড়ী কাটিব না আলবার্ট শিঁথি করিব, এই সকল তর্কে ঘোরতর অন্দোলিত এবং পুনরান্দোলিত হইতেছে। কেহবা গালপাট্টা বনাইবার জন্য সখে আকুল, যেন অপর কাহা কর্তৃক তদর্থে বিষম উত্তেজিত হইয়াছেন, কিন্তু সমস্ত দিনেও নাপিত আসিয়া না জুটিবায়, সূর্য্য অস্তের সঙ্গে সন্ধ্যা কমলের ন্যায় ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতেছেন। আহাহা, সে মুখকমলের দাড়ি গোঁপ আদি বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার বিশুষ্ক কান্তি অবলোকন করিলে, কাহার না মনে করুণারস উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে?—“যাতং মনো শিশিরমথিতাং পদ্মিনীচাচ্যরূপাং।”

এইরূপে চারিদিকে, হাব ভাব বেশ বিন্যাশের তরঙ্গ তুফান উঠিয়াছে, দেখিতেই এক আশ্চর্য্য। ঠাট ঠমকই বা কত! কেহ হ্যাটকোট পরিধানে ভাস্কোডিগামার ফুটম্স ডিমের ন্যায় শোভমান; কোথাও বা কোন সুন্দর যুবা পুষ্প বাটীকায় প্রবেশ করিয়া পুষ্প চয়নপূর্ব্বক কোটের বোতামকক্ষ শোভিত করিতেছেন; এদিকে কাহারও বা তাম্বুলরাগরঞ্জিত মধুর অধরে ঈষৎ হাসির রেখা বিকসিত হইতেছে। ওদিকে কাহারও পিছনে একটী বৃদ্ধ সট্‌কায় সুগন্ধ তামাক সজ্জিত করিয়া সচকিতে অপেক্ষা করিতেছে; তখন যুবা ফিরিয়া দেখিয়া গুড়গুড়ি লইয়া

ঈষৎ ভাবের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃদ্ধমনুষ্য। পান তৈয়ার, বিছানাদি ও ঘর দুয়ার সব ঝাঁট ঝুট ও সাজান ঠিক হইয়াছে ত? তাঁহার আসিবার আর বড় বিলম্ব নাই, তাহা বুঝিতে পারিতেছ?" বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া কি বলিল ও মুখখানা কেমন করিয়া চলিয়া গেল। এদিকে, রাস্তার ধারে দেখি কতকগুলি সুবেশী যুবা, যেন যদৃচ্ছা পথবাহী ব্যক্তিকে আটক করিবার আশায় পথ প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রকাশ্যে দেখাইতেছে, যেন মৌখিক রস পরিহাসে ব্যস্ত; কিন্তু মনোগত ভাবে বোধ হয় যেন কাহাকে দেখিলেই ধরাধরি করিয়া বলিবে "এস না, আমার আদরের নিধি, আমার বাড়ী এস।" সত্য কথা বলিতে কি, আমি এসকল দেখিয়া, কেমন একটা ভ্যাবাচাকা পাইয়া গেলাম; এ গূঢ় রহস্যের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আবার রঙ্গ এই যে, এ দেখিলাম কেবল পুরুষেরই হাট বাজার, মেয়েজাতির দেখা এখানে একটীও পাইলাম না। আরও একটী আশ্চর্য্য দেখিলাম এই যে, এতগুলি পুরুষ মণ্ডলে, কোন দুইটীরই মধ্যে বেশের একতা দেখিতে পাইলাম না, শান্তিপুরে, সিমলের ধুতি, হাপ মোজা, ফুল মোজা, চোগা চাপকান, গোঁসাই, তুর্কী, তাজি, হাজি, হিন্দুস্থানী, হ্যাটকোট, ইত্যাদি ইত্যাদি; লোকগুলি যদিও এক জাতীয়, কিন্তু পোষাকগুলি তাবত জাতীয় এবং তাহার মধ্যে আবার ভাঙচূরে হরেক তর নূতন জাতীয় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এখান হইতে দেখিতে দেখিতে, ক্রমে পাড়া হইতে পাড়ান্তরে উপস্থিত হইলাম। এখানে এক জায়গায় দেখিলাম, কতকগুলি কদাকার পুরুষ কতগুলি কদাকার ঘর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; এবং সৈনিকবেশিনা রুক্ষমূর্ত্তি বহুতর স্ত্রীলোক সেই দিকে ঝুঁকিতেছে; এখানে বড় একটা রুচিপদ্ধতি লজ্জা সরমাদির ব্যাপার দেখিলাম না। আমিও বিরক্ত হইয়া, ভদ্র পাড়াই আমার অধিক সাহানুভূতির স্থান ভাবিয়া, সেই দিকে চলিয়া আসলাম।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমিও নানা কারণে আর পথ বাহিতে সাহস পাইলাম না। রাত্রে কোথায় অবস্থান করাই স্থির

করিলাম। নগরীতে ফিরিয়া যাওয়া সহজ নহে, এদিকে আবার কিন্তু এ অপরিজ্ঞাত স্থান, কখনও এখানে আসি নাই, কখন এ স্থানের বিষয় জানি না, কোথায় এখানে থাকিব, কোথায় থাকিয়া অন্তত রাত্রিটা যাপন করিব, এই সকল চিন্তিয়া আকুল হইলাম। শেষে অনন্যোপায় হইয়া ভদ্রবেশধারী পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম; মনে অনেক আশা করিয়াছিলাম যে, এত ভদ্রলোকের মধ্যে অবশ্যই কিঞ্চিৎ স্থান পাইব; ক্রমে আশায় আশায়, যেখানে কতকগুলি সুবেশধারী যুবক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, সেখানে আসিয়াও উপস্থিত হইলাম। আমি নিজে স্বদেশে ভদ্রসন্তান বলিয়াই জানিতে ছিলাম, বেশভূসা এবং চেহারাও আমার অভদ্রের ন্যায় ছিল না, বরং লোকে অত্যন্ত সুরূপ ও অধিকতর সুশ্রীকতার প্রসংসাবাদই আমাকে প্রদান করিত, সুতরাং মনে একরূপ স্থিরনিশ্চয় আশাই ছিল যে, ভদ্রের কাছে উপস্থিত হইলেই তাঁহারা ভদ্র বলিয়া চিনিবেন, এবং অনুরূপ আদর ও আশ্রয়াদিও অকাতরে দান করিয়া আমার উদ্ধার ও আপনাদের আভ্যন্তরীণ ভদ্রতা, উভয়েরই সার্থকতা করিবেন। কিন্তু হরি! হরি! কোথায়? আশামাত্র সার হইল।

সমাদর দূরে থাকুক, আমাকে দেখিবামাত্র নবকদল অমনি যেন তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। যে সকল রসের গল্প তাঁহাদের হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইল; মধুপাত্র যেন চকিতের ন্যায় হাত হইতে পিছনে গিয়া কাহার আড়ালে দাঁড়াইল। অমনি গম্ভীর বদনে একজন দাড়ি ঝাড়িয়া ও চসমা চোখে দিয়া, একদৃষ্টে আমার পানে কটমট চক্ষে চাহিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন নেত্রানলে আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। যাহা হউক, প্রকাশ্যে কোন কথা না বলিয়া, শুনিতে লাগিলাম, তাহারা আপনাপনির মধ্যে, আমার জুতায় ধূলা, কাপড় ময়লা, চাদর ফরসা, চুল এলোমেলো, চসমা নাই, দাড়ি নাই, এইরূপে আমার রূপ ও বেশ-ভূষার হাজার এক খুঁত তুলিয়া, ঈর্ষাপূর্ব্বক নিন্দাসূচক তর্কবিতর্কে রত হইলেন। আমি ভাবিলাম একি, ইহাঁরা ভদ্রলোক, আমিও ভদ্রসন্তান আমাকে দেখিয়া, বেশ্যারা সুরূপাকামিনী দেখিলে

যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীতার আশঙ্কায় তাহার রূপ ও বেশাদির হাজার এক খুঁত তুলিয়া তাহাকে মাটি করিতে চেষ্টা করে, ইহাঁরাও সেরূপ করিতেছেন কেন? কিসের ঈর্ষা ইহাঁদের? ইহাঁরা বেশ্যা ত নহেন এবং আমিও ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নহি; আমি কেবল একটু আশ্রয়প্রার্থী; তবে কেন এ অদ্ভুত ব্যবহার?

সে যাহা হউক, আমি মনের কথা মনেই গোপন রাখিয়া বলিলাম, "মহাশয়গণ, আমি অন্য কিছুরই প্রার্থী নহি, আমি কেবল আজি রাত্র-বাসের জন্য একটু স্থানের প্রার্থী, কারণ এ বিদেশ-বিভূই, কথনও এ দেশে পুর্ব্বে আসি নাই, হটাৎ কপালের দোষে আসিয়া এথানে পড়িয়াছি, বিশেষ আমি এ স্থানে কাহাকেই চিনি না।"

একজন মহাশয় উত্তর করিলেন, "নাহে বাপু, সে সব হবে-টবে না; অনেকেই ঐ রকম ভেক ধরিয়া আইসে, আজ বিপদে পড়া, কাল বাপ মরা, পরশ্ব মা মরা, এইরূপ কত ভেকই আছে। শেষে যে একটু যায়গা দেওয়া যায়, অমনি একটা না একটা হাতাইয়া পলাইয়া যায়।"

আমি। মহাশয়, আমার যথার্থই বিপদ, ভেক নহে।

মহাশয়। নাহে বাপু, বকো কেন; তোমার চেহারাতেই মালুম পাওয়া যাইতেছে।

আ। ভাল, জাযগা না দেন, তবে কিঞ্চিৎ ভিক্ষাই দেন যে, কোন দোকানে গিয়া আশ্রয় লই।

ভিক্ষা চাওয়ার কারণ, আমার কাছে যে কিছু মুদ্রা ছিল, তাহা এ দেশে চলিবে কি না জানিতাম না। যাহা হউক, ভিক্ষাব কথায় মহাশয় রাগে লাল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,

ম। তোমাকে আবার ভিক্ষা কিহে বাপু?

আ। আজ্ঞা, সময়কালে ভিক্ষা সকলেরই আবশ্যক হওয়ার সম্ভব।

ম। তোমার মত সবলকায় মানুষ, তাহাকে আবার ভিক্ষা কি? থাটিয়া থাওগে না, ভিক্ষার অপেক্ষা অনেক পয়সা পাইবে।

আ। মহাশয়, থাটিয়া থাইতে রাজি আছি, কিন্তু রাত্র আসিতেছে, এ রাত্রে আমাকে কে থাটাইয়া পয়সা দিবে?

ম। তুমি দেখিতেছি, বড়ই নির্ব্বোধ হ্যা! মালথস্, মিল, স্পেন্সার পড়েছ?

এই অবসরে আর একটি যুবা আমার প্রতি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ত বড় বেকুব হে, এত বড় পণ্ডিতের সঙ্গে কথা কাটা কাটি করিতেছ।" তাঁহার মতে আমার ঘাইট কর্ম্ম যথেষ্টই হইয়াছে।

আ। না আমি ও সকল পড়ি নাই, তবে হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়াছি, তাহাতে জানি যে, দয়াগুণ পরলোকে শ্রেয়, লাভের একটি প্রধান উপায়।

এই কথায় মহাশয়দের মধ্যে বিষম হাসির তোলপাড় পড়িয়া গেল, কেহবা হাসিতে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আবার পরলোক!" কেহবা "আবার হিন্দু শাস্ত্র!" আমি বুঝিলাম, পরলোক ও হিন্দুশাস্ত্র দুইই ইহা-দিগের কাছে তুচ্ছ ও বিদ্রূপের বিষয়। আম তখন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, যে সকল ইংরাজী কেতাবের নাম করিলেন, তাহাতে তবে কি আছে শুনিতে পাই না কি?"

ম। বেকন আছে, সেক্সপিয়র আছে।

আ। তাহাই বা কাকে বলে?

ম। তুমিত বড় ব্যল্লিক হে, তোমাকে এখন সাত পুরুষের খবর দিব নাকি? চাপরাসী!

আ। ও গুলিকি মহাশয়ের সাত পুরুষের নাম? কিন্তু দেখিতোছ যে আপনাতে অন্য জাতীয়। তা যাউক, কিঞ্চিৎ ভিক্ষা?

মহাশয় কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"আবার! কোই হ্যায়? ইস্কো নিকাল দেও।"

এমন সময় একটি বৃদ্ধ, কাসিতে কাসিতে কিঞ্চিৎ চাউল লইয়া উপস্থিত, অভিপ্রায় আমাকে দেয়। মহাশয় তা দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া উঠিয়া, দাড়াইলেন। বলিলেন,—"এই যে এক এক ব্যাটা বাবা থাকে মানুষের, তাহার বাড়া আর পাপ ভু ভারতে নাই, ব্যাটা মরেও না, এত বয়স হয়েছে। (বাবার পানে তাকাইয়া) আর পুণ্যিতে কাজ নাই, ঘরে নিয়ে বসো, ঢের হয়েছে (আমার পানে খরদৃষ্টি করিয়া) বেরো বেটা বেরো। (অর্দ্ধচন্দ্র দর্শাইয়া আমার দিকে অগ্রসর হওন)।

আমার বিষম বিপদ উপস্থিত ! এমন সময়ে দেখি, অদূরে উন্নতমস্তকা চস্‌মাধারিণী. আপদলম্বিত গৌণবেষ্টিতা, গম্ভীরবদনা, দুইটি রমণী হন হন করিয়া আমাদিগের দিকে চলিয়া আসিতেছে। বাবা ইতি' পূর্ব্বেই তাড়া খাইয়া ঘরে গিয়া বসিয়াছেন। রমণী দুইটি দৃষ্টে বাবুর অর্দ্ধচন্দ্র হাতেই রহিল, বাড়ার ভাগ যুবকের দল যেন পলাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গোলমালে আমার লাভ হইল এই যে, আমি অর্দ্ধচন্দ্র হইতে রক্ষা পাইলাম।

ইহাদের পলায়নের উদ্যোগ দেখিয়া রমণী দুইটি বলিয়া উঠিলেন,—"নরাধমগণ পলাইও না। আর কতকাল এরূপ জীবন অতিবাহিত করিয়া উদ্ধারের পন্থায় কণ্টক দান করিবে। করাল কাল শালতালবিনিন্দিত ইন্দীবর সদৃশ বিসদৃশবাহুযুগল প্রবল বেগে তোমাদিগকে ধরিবার জন্য প্রশারিত করিতেছে, এখনই লণ্ড ভণ্ড করিবা যে প্রকাণ্ডকাণ্ড উপস্থিত করিবে, তাহা একবার ভ্রমেও ভাবিবে না ?

মহাশয়গণ থতমত খাইয়া আধ আধ ভাবে বলিতে লাগিলেন—"আমরা পালাব কেন, আমরা পালাব কেন, মহাশয়াদের আদেশ শিরোধার্য্য।"

তখন প্রধানা রমণী বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতা বড় একটা শুনিতে পাইলাম না। দেখিলাম কি একটা বিষয়ে চাঁদায় টাকাও সংগ্রহ করিলেন অনেক। ইহাঁরা ব্রাহ্মিকা প্রচারক। আমি আর এক ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ়তর হইয়া আসিল। অন্ধকারও গাঢ়তর হইয়া আসিল। তখন সহসা দেখি লেপের খোলে ঢাকা দিয়া সুবেশা ভগ্নীগণ ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশ হইতে নবেম্বরের নক্ষত্রপাতের ন্যায় পল্লি মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিলেন। সুবেশ ভ্রাতাগণ তখন যে যাহাকে পাইতেছে, তাহারই অঞ্চল ধরিয়া, 'আমার বাড়ী এসো,' 'আমার বাড়ী এসো,' বলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাদের সঙ্গে গেলেন, কেহবা চেনাবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে একে একে তাহারা দিবালোক প্রাপ্তে জোনাকীর ন্যায় একে একে অদর্শন হইয়া, যে যে ঘর

পাইলেন, তথায় গাঢাকা হইয়া গেলেন। ভগ্নীগণের মধ্যে দেখিলাম, অনেকেই সুরুচির পক্ষপাতিনী পার্লেমেণ্টের মেম্বরী।

আমি এই সব অভূতপূর্ব্ব ও অভাবনীয় কাণ্ড সকল দেখিয়া নাকে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, এ কাণ্ডখানা কি? এমন সময় হটাৎ কোথা হইতে চারিটি ভগ্নী আসিয়া তোলা তোলা করিয়া আমাকে যে কোথায় লইয়া গেল, তাহা আজি পর্য্যন্ত আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না, আজি পর্য্যন্ত আমার স্মরণে আসিতেছে না। যে সকল কাণ্ড দেখিলাম, তাহা আরব্য উপাখ্যান অপেক্ষাও চমৎকার।

সকালে ছুটি পাইলাম। তখন শুনিলাম, এটা বচনাবর্ত্তের বেশ্যা পল্লি। দুর্গা, দুর্গা! ভ্রাতাগণের এতাদৃক পতন দেখিয়া আমার শোক ও দুঃখ বেগ যেন উথলিয়া উঠিল। ভাবিলাম, দেশে পৌঁছিয়াই আমার পহেলা কাজ, ব্রাহ্ম সমাজে এ পতিত অবস্থার সংবাদ দেওয়া!

ইতি প্রথম খণ্ড।